মহিলা।

দ্বিতীয় অংশ

৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত।

২

"গাব গীত খুলি হৃদি দ্বার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট নং ৯।
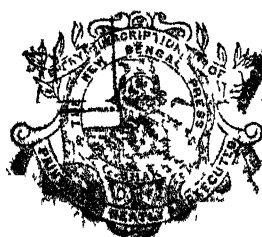
কলিকাতা:
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সন ১২৮৭।

ভূমিকা।

মহিলা কাব্যের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হইল; এবং আমিও নিজ অবশ্যকর্ত্তব্য হইতে আংশিক মুক্তি লাভ করিলাম। পাঠক যদি হৃদয়বান্ হন,—দাম্পত্য-রত গৃহী হন, ইহাতে রুচির উপযোগী উপাদেয় প্রাপ্ত হইবেন। প্রতীত হইবে, দেহার্দ্ধ-ভাগিনী-দেবী-মহিমা স্বর্গীয় লয়ে সঙ্গীত হইয়াছে;—কবির অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেমের স্ফূর্ত্তি প্রতিশিরায় সংক্রমিত হইয়া শোণিত উষ্ণ ও বেগবান্ করিবে,—যেন নূতন চেতনার সঞ্চার হইবে,—অথবা অন্তরাত্মা স্বর্গ স্বপ্ন দর্শনে আগ্রহভরে জাগরিত হইয়া উঠিবে। স্বরূপতঃ যদি আমরা সম্বন্ধ-অন্ধ না হইয়া থাকি, তবে এই অতুল কবি-কীর্ত্তি অভিনন্দনীয়, সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত ইহাতে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করিলাম। যে শৈশব-সঙ্গী ছায়ার ন্যায় চিরজীবন কবির অনুগমন ও অনুকরণ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকেই এই জীবনী সঙ্কলনের ভারার্পণ করিয়াছিলাম। পাঠক তাঁহার নাম যথাস্থলে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এই জীবনী এত সত্বর সঙ্কলিত ও অনবকাশ-নিষ্পন্ন যে, কোনমতে ত্রুটি-শূন্য নহে;—এরূপ সংক্ষিপ্ততায় সীমাবদ্ধ, যে, সামান্যতঃ কতিপয় স্থূল স্থূল সহজ ঘটনা মাত্র বিবৃত হইয়াছে। তথাপি ভরসা করি, ইহাতে যে সকল উপকরণ রক্ষিত হইল, তৎসহ কবির রচনা সকল সংযুক্ত করিলে ভাবী কালে চতুর চরিতাখ্যায়ক নিরাশ হইবেন না।

"মহিলার" প্রথম অংশ পাঠ করিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সম্পাদক মহোদয়গণও কবির সঙ্কল্প-সিদ্ধি সম্বন্ধে একবাক্য। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-বাধ্য রহিলাম।

পটোল-ডাঙ্গার প'টোটোলা-নিবাসী প্রিয় সুহৃৎ বাবু সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনার্থ আর্থিক সাহায্য দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার
প্রকাশক।

কলিকাতা—পাথুরিয়াঘাটা,
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট নং ৫।
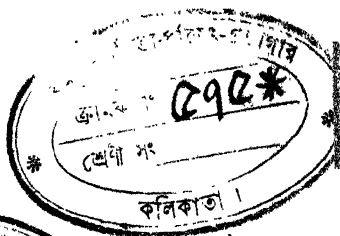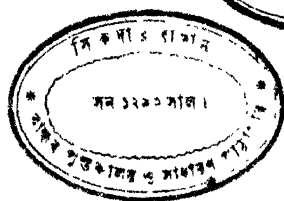
মহিলা।

জায়া।

১

নদী-মধ্যভাগে যথা সন্তরিত জন
গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে সন্দেহ সনে কূল পানে চায়;
        কবির অবস্থা তাই,
        আগে চেয়ে ভয় পাই,
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব তায়!—
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহায়।

২

মাতা মৃদু তটভাগ ভয়-হীন তায়,
না পাই সে শান্তভাব মাঝারে জায়ায়,—
বিষম আবর্ত্ত তুঙ্গ তরঙ্গ খেলায় ;
রসিক ভাবুক জনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
শত দোষ পাইলে না প্রকোপ মাতায় ;
অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তায়।

৩

জাগিয়া প্রভাত ভানু দরশন হয়,
আবরিয়া আভা পাশে অভ্রচয় রয়,
তবু বিলোকিতে তায় আঁখি ব্যথা পায় ;
পূর্ণ গরিমার ভরে,
অভ্রহীন নভ পরে,
মধ্যদিনে রবিদ্যুতি, উদধির প্রায় ;
অকাতরে নয়নে কে নিরখিবে তায় !

৪

যৌবনে যুবতী-লীলা একে বুঝা দায় !
মিলিয়াছে প্রভূত-প্রভাব রূপ তায় !!
পুন চির বক্রগতি প্রেমের মিলন !!!

একে হই বোধ হীন,
একাধারে হেন তিন!
দেবে না করিতে পারে তার নিরূপণ,
আমি জড় জড়িত মানব মূঢ় মন!

৫

ক্ষিপ্ত হৃদে কি ভাব না বুঝে সুস্থ জন,
ক্ষিপ্ত হলে কহিতে না পারে বিবরণ;
না পিয়ে না বুঝি সুরা, পিয়ে জ্ঞান যায়;
যদি হৃদে ধ্যান লই,
নিজে বিমোহিত হই
রূপ প্রেম যৌবনের মোহিনী মায়ায়!
হৃদে মূর্ত্তি বিনা বাক্য হৃদয়ে না যায়।

৬

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার!
জাগাও ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার;—
রাগ ভরে করি তব স্তবন পূজন!—
পৌত্তলিক ভাবি মনে,
হাসিবে অবোধ গণে;
সুবোধ বুঝিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
নিরাকারে ধ্যান নভ-কুসুম চয়ন।

৭

তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্তা তার,
অলঙ্কারী কুশ-শিখ-সূক্ষ্ম-মতি যার,
বিচরিয়া ভাব তব অন্ত নাহি পায় !
ঘটে পটে মত্ত যারা,
দেখিতে না পায় তারা,
মনোহরী তোমার সুষমা প্রতিমায় ;
অচিন্ত্য অগম্য ভাষে অধ্যাত্ম বিদ্যায়।

৮

তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্যা সর্ব্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক অণু পদার্থ বিদ্যার ;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতি সাংখ্যের তত্ত্বসার ;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

৯

সব দ্রব্যে মধ্যভাগে বাস করে সার,
পাতাল স্বর্গের মাঝে প্রকৃতি ধরার ;—
শীত গ্রীষ্ম মধ্যে ঋতুরাজের বিহার,

তরু মধ্যে সার ধরে,
মধ্যমা প্রধান করে,
হ্রস্ব স্থূল মাঝে সাজে মধ্যম আকার,
মধ্য-মণি শ্রেষ্ঠ মানি মণির মালার,

১০

জরা বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
মানুষের মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন,
আঁখি মধ্যভাগে আঁখি-মণির বিহার ;—
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাঝে
প্রেমভাব যথা সাজে,
তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
পূর্ণ চারু বামা-ভাব-সাকার-লীলার।

১১

মধ্যভাব দুই প্রান্তে বিহরে বিকার,—
পালন গৌরব ধর্ম্ম বিকার মাতার,
সেবা ধর্ম্মে লাঘব বিকার দুহিতার ;
স্ত্রী ভাবের প্রেম পাত্র,
সবে এক তুমি মাত্র,
স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর,
যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার।

১২

কোথা হেন ভাব আছে নাই যা তোমায়,
তোমায় না পাই যাহা সে রস কোথায়,
কি হেন সম্বন্ধ আছে তোমায় এড়ায়,
হেন ভোগ কোন খানে
না পাই যা তব স্থানে,
যা আছে এ ভবে, আছে সে সব তোমায়;
তোমায় যা পাই, নাই কোথাও ধরায়।

১৩

কহিতে সম্বন্ধ লাজে ফুল্ল গণ্ড কার,
রঙ্গ-মগ্ন নগ্ন-অঙ্গ কে দেখায় আর;
এত দুখ এত সুখ কে করে সৃজন;—
শীতাতপ বর্ষাভরে,
হত হই শ্রম জ্বরে,
কার তরে কষ্টে করি ধন উপার্জ্জন;
শীতাতপ বর্ষার কে আরাম এমন!

১৪

কেবা হেন কামানল সুলভ ইন্ধন,
ব্যভিচার বৃদ্ধিতার কে বারে এমন;
হেন ভীরু হেন বীর করে কোন্ জন;—

কে কাছে থাকিলে পরে,
এত ভয় হয় নরে,
কার রক্ষা তরে হয় সাহস এমন ;
কে ব্যয় করায় হেন কে করে কৃপণ !

১৫

শোণিত-সম্বন্ধ-হীন কেবা হেন পর,
অৰ্দ্ধ-অঙ্গ আত্মীয় কে আর তার পর ;
হৃরে প্রাণ করে দান কে প্রাণ-নন্দন ;—
কে হেন বিবেক আর,
সমাগম রসে যার
পরিহরি সব মায়া স্বজন স্বগণ ;
কে নিগড় দৃঢ় হেন সংসার বন্ধন !

১৬

স্নিগ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত,
প্রহেলি-পুত্তলি ! সব তোমায় মিলিত ;
হেন দ্বন্দ্ব-মিল মিলে ঈশানে কেবল !
দুই বিপরীত যথা,
মধ্যভাব বসে তথা ;
বিষয় বিরাগ ভূমি প্রেম ধর্ম্ম স্থল ;
দিব্য সুধা মত্ত সুরা তীব্র হলাহল।

১৭

কুন্তল কলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
চমকী চমকী চোখে চপলা খেলায়,
অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়,
তরুণ অরুণ রাগে
সিন্দূর ললাট ভাগে,
সন্ধ্যার নিবাস নেত্রপল্লব ছায়ায়,
কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায়!

১৮

তোমা বিনা হই রসহীন উদাসীন,
কিম্বা পাই পশু-ধর্ম্ম হেয়-কর্ম্ম-লীন,
নরত্ব মহত্ত্ব পথে চালনা তোমার ;—
আছে যায় অতি সুখ,
আছে অগণিত দুখ ;
তুমি গ্রন্থ রচনা সংসার-পরীক্ষার,
তুমি সহাধ্যায়ী, গুরু, পুরস্কার তার।

১৯

অধীনতা অজ্ঞতা জড়তা দোষ চয়,
দেহ যোগে করে বাল্যে আত্মায় আশ্রয় ;
হেয় পশু সম শুধু অন্ন পান চায় ;—

জলমগ্ন জন প্রায়,
সব পূর্ব্ব স্মৃতি যায়,
কেবল যতন মাত্র জীবন রক্ষায় ;
স্মৃতির সন্ধানে ব্যগ্র বিবিধ খেলায়।

২০

জল ভেদি ক্রমে উঠে মৃণাল যেমন,
কুজ্ঝটী কাটিয়া ফুটে যেমন তপন,
ক্রমে হেন দেখা দেয় সরস যৌবন ;
আত্মা নিজ ভাব পায়,
বিশ্ব বিলোকিয়া চায়,
করে হৃদি ধ্যানের প্রতিমা অন্বেষণ,
তোমায় আনন্দময়ী, তার হারা-ধন !

২১

হেন দুখ মাঝে হেন সুখ কোথা আর,
যথা নর-জন্ম-মাঝে যৌবন সঞ্চার ;—
মরু মাঝে চারু দ্বীপ শ্যামল যেমন,
ঝটিকা নিশায় যেন
ঘন অবকাশে হেন
ক্ষণিক শশাঙ্ক ভাতি সংসার-রঞ্জন,
নিঃস্বের জীবনে যেন রাজত্ব স্বপন।

২২

কলেবরে কিবা রূপ বলের উদয়,
কিবা অজানিত-রস পূরিত হৃদয়,
কিবা অকাতরে চায় অটন রটন,
হৃদে ধ্যান কবিতার
উঠে কিবা অনিবার,
কিবা পূর্ণবলে দেহ আত্মা করে রণ,
অথবা কি উভয়ের প্রেম আলিঙ্গন!

২৩

মধ্য দিনে যথা আলো সকল ধরার,
কোথাও থাকে না আর ছায়ার আঁধার,
যৌবন আগমে তথা সব সুখময়;—
হৃদয়ে আশার বাস,
প্রমোদ উল্লাস হাস;
যদি দৈবে বিষাদ আগত কভু হয়,
সে চিত-কমলে জল কতক্ষণ রয়!

২৪

রূপ-মণি রবি-দ্যুতি হৃদয় রঞ্জন!
যে না জানে সে গঞ্জিবে তোমায় যৌবন;
অকণ্টক কমল কে করে ধরে আর,

অসিত নারকী যাহা
ধরার, আবরি তাহা
কে দেখায় উজ্জ্বল স্বর্গীয় ভাগ তার,
কে সফলে তনু ভার বহন আত্মার।

২৫

বাল্যের সারল্য রয়, চাপল্য পলায়,
রয় রূপ কলেবরে, অবলতা যায়,
হৃদে শুভ অনুরাগ আগ্রহ প্রবল,
প্রেম মৈত্রী পূর্ণ মনে
হাসি কাঁদি পর সনে,
নাই প্রৌঢ়-স্বার্থাসক্তি কঠিনতা ছল;—
কোথা হেন সুশোভন গিরিসন্ধিস্থল!

২৬

তব তরে যৌবন সৃজিত এ সংসার!
তব প্রতি এ সংসার রাখিবার ভার;
বুদ্ধিবল হীন শিশু বৃদ্ধ দোঁহাকার;—
তোমায় পালন চায়,
তোমায় জীবন পায়,
তুমি ধনী আর সবে দরিদ্র ধরার,
যুবজানি যুবার অবনী অধিকার।

২৭।

যুবায় সহস্র ত্রুটি ক্ষমি কি কারণে,
একমাত্রে দ্বেষ কেন করি প্রৌঢ় জনে ?
প্রৌঢ় অপরাধ করে পূর্ব্ব চিন্তাসনে ;
ভাল মন্দ যুবা করে
সময়ের বেগ ভরে,
মত্ত হয়ে উঠে ছুটে তুরঙ্গ যখনে,—
কে নিন্দে সারথি রথ কুপথ গমনে ?

২৮।

অন্তরে বাহিরে হেন দিব্য ভাব কার,
দিব্য চক্ষে হেরি দিব্য মূরতি ধরার !
কি জীবন-মুক্ত হেন ভাবের সঞ্চার !—
সাধি দেহ-ক্রিয়া চয়,
হৃদয় আনন্দময়,
সশরীরে হেন স্বর্গ ভোগ কোথা আর !
লীলাবতী-ললনা-মূরতি সুধা যার।

২৯

হে যৌবন ! তুমি দূরবীক্ষণের প্রায়,
শত-গুপ্ত-শোভা নারী-চন্দ্রে পাই যায় ;—
মাংসের পুত্তলী ভাব সাধারণে যাঁর !

প্রপঞ্চ-জগত-সার,
শশী ভব-তমিস্রার,
পরশ রতন যেন ভিকারী আত্মার ;
তুমি বিনা কে প্রচারে এ প্রকৃতি তার !

৩০

শশি-বিভাসিতা নিশা, রম্য উপবন,
গন্ধবহ মন্দ মন্দ মলয় পবন,
কুসুম, কুঙ্কুম, চারু চন্দন লেপন,
নৃত্য গীত মহোৎসব,
যুবার এ স্বর্গ সব,—
যদি প্রেম চক্ষে চায় রমণী-রতন,
নতুবা সকলি তার ব্যথার কারণ !

৩১

যুবা কি কখন ভুলে কাঞ্চন-ছটায় ?
লোলুপ সে ললনার কপোল আভায় !
সম ভাতি হীরায় কি লোভ হয় তার ?
কভু প্রেমে ঢল ঢল
কভু মানে ছল ছল
নিরখি যুগল লোল লোচন প্রিয়ার !—
মঞ্জীর-ঝঙ্কারে কটু নিক্বণ মুদ্রার !

৩২

যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন,
নারী সনে সে যৌবন মিলন কেমন!
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন!
পুরুষ পাষাণ কায়,
যৌবন মিঁহির প্রায়,
প্রতিবিম্ব তায় তার রটে কি তেমন,
রমণী মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন?

৩৩

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন?
হবির পরশ ভরে কৃশানু যেমন,
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বরিষার
ধরে না রসের ভার,
লাবণ্য লহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায়!

৩৪

ইন্দ্রজালী মতি করে মাটি-গুটিকায়,
যৌবনে বর্ত্তিত হেন কামিনীর কায়;
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুসুম যেমন;

ছদ্ম বেশী দেব-বরে
যেন নিজ রূপ ধরে;
ধূলি-চারী তন্তুকীট বালিকা তখন
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন!

৩৫

সে দিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণা ভরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে;
কাল ছুটাছুটি, আজ গজেন্দ্র গমন;
কাল না চেয়েছি যায়,
'আজ সে না ফিরে চায়;
ধূলা খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্মা-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন!

৩৬

কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভায়?
অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায়?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার;
বিমল রসাল কায়,
মন্দ আন্দোলিত বায়;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আত্মার!—
মদালস সে লোল লোচন লালসার!—

৩৭

প্রাণের ফুল্লতা করে কপোলে প্রচার,
চিত গজ, মত্ততা-গমন সাক্ষী তার,
অন্তর কুটিল, নেত্রে কুটিল সন্ধান,
হৃদির উল্লাস ভার
হৃদে না কুলায় আর,
বাহিরে প্রকটে কুচ বিপুল প্রমাণ !—
কি বর্ণিব বাক্যে, হরে অভিনয়ে প্রাণ !

৩৮

নারী হৃদে ভাব যত কে করে গণন !—
সরল সঙ্কর পুন সংকীর্ণ মিলন !
সে বুঝে যে সুচতুর সুরসিক হয়,
বচনে না ভাষে যায়,
প্রকারে না বলে তায়,
শুন না নারীর কথা দেখ অভিনয়,
রসনা না, ললনা নয়নে কথা কয় !

৩৯

কে শিখায় এ ছল সে মুগ্ধা বালিকায় !
ইক্ষু অঙ্গে বল কেবা শর্করা মাখায় !
কণ্টকের শির সূক্ষ্ম করে কোন জন !

কুসুম ফুটিলে পরে
কে তায় সুগন্ধ করে!
নারিকেলে জল করে কেমনে গমন!
কাঞ্চনের কলেবরে কে দেয় বরণ!

৪০

সহজ-সৌন্দর্য্য-সিন্ধু রমণীর কায়,
যৌবন-হিল্লোলে খেলে লহরী লীলায়!
রূপ সনে যৌবনের মিলন কেমন;—
কাঞ্চন রসান হেন,
কুসুম চন্দন যেন,
সারঙ্গীর সুর সনে সঙ্গীত য়োজন,
বিদ্যা আর কবিতার মিলন যেমন!

৪১

শ্রী কান্তি সৌন্দর্য্য ছবি সুষমা আখ্যান,
জগতে কে জানে, রূপ, তোমার সন্ধান!
পুরে দূরে সদা তব সমাগম হয়;
দেখিলে হরষে ভরি
দ্রুত আলিঙ্গন করি,
হেন প্রাণ-প্রিয়বন্ধু আর কেহ নয়;—
সুধালে না পারি কিন্তু দিতে পরিচয়!

৪২

কোথা রূপ বসে, কে বা না জানে সংসারে,
কারে রূপ বলি, কে বা কহিবারে পারে ;
কোথায় কি ভাবে বাস, নয় নিরূপিত ;
নয়ন মেলিয়া চাই,
তোমায় দেখিতে পাই,
আঁখি মুদি দেখি তব বরণ চিত্রিত,
দ্বার রোধি ঘরে দেখি তোমায় উদিত !

৪৩

কৃশ স্থূল কি প্রসার বর্ত্তুল রচন,
কৃষ্ণ সিত নীল পীত পাণ্ডুর বরণ,
শীত উষ্ণ কোমল মসৃণ পরশন,
স্থির ধীর দ্রুত অতি,
কি ঋজু বঙ্কিম গতি,
কি মধুর কটু তিক্ত কষায় লবণ,
যথা তুমি তথা দ্রুত আত্মার গমন !

৪৪

তব যোগে প্রিয় শশী পাণ্ডুর বরণ,
তোমা বিনা অতি ম্লান পাণ্ডুর বদন,
না জানি কি রূপে কর মিলন কোথায় !

ভাল নীল কাদম্বিনী,
ভাল পীত সৌদামিনী,
ধবল বলাকাবলি ভাল সাজে তায়,
তলে ভাল শ্যামলা মেদিনী শোভা পায়!

৪৫

তপনে কিরণ তুমি কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীত গুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
মধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চার,
কাঞ্চনের কান্তি তুমি বল অবলার!

৪৬

তুমি পরিপূর্ণ স্বর্ণ-পান-পাত্র প্রায়,
মত্ত আত্মা লালায়িত আস্বাদিতে যায়;
হিয়া হিয়া বিয়া করে দূতী তুমি তার;
প্রকৃতি-প্রিয়ার হায়
অনুরোধ পত্র প্রায়,
যে আনে, সে নিতে পারে সকলি আমার;—
কিছু না অদেয় তারে কাছে আছে যার!

৪৭

সুন্দর মুখের আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে!
কে কাতর সুকোমল করের প্রহারে!
কে না পালে মৃগাক্ষী-ইঙ্গিত-আবাহন!
ব্যাভার, না জানি যার,
আগে দেখি মুখ তার,
প্রকৃতি-পটের পরে আকৃতি-দর্পণ!—
গৃহ দেখে বুঝা যায় গৃহস্থ কেমন।

৪৮

রবির প্রকাশ রোধে হেন কোন্ জন!
রূপের প্রভাব রোধে সে নর কেমন।
শিশু বৃদ্ধ যুবা সবে অধীন সমান!
ধর বিদ্যা-জ্ঞান-বর্ম্ম,
তথাপি বিন্ধিবে মর্ম্ম,
অনিবার্য্য সৌন্দর্য্যের শরের সন্ধান!—
বিশ্বামিত্র পরাশর প্রমাণ পুরাণ।

৪৯

মুগ্ধমতি ব্রহ্মা দেখি নিজ আত্মজায়,
লভে তথ্য সুবোধে রূপক-রচনায়;—
আত্মায় জনমে রূপ বিমোহ আত্মার!

ঘাতকে হানিতে যায়,
লোলাক্ষী ফিরিয়া চায়,
পড়ে না কৃপাণ বৃথা যত্ন বার বার !
এ হেন মোহন-মন্ত্র হে রূপ তোমার !

৫০

তনুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল,
বল্গা ধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয় দল,
আপনি রমণী রথী, সারথি যৌবন,
মৃদুহাসি বীরদাপে
হেলাইয়া ভুরু চাপে
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন !

৫১

আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ;
না থাকে আহারে লোভ, রুচিবোধ রয় ;
হের হর-দৃষ্টিভরে
মদন পুড়িয়া মরে,
পুরারি সৌন্দর্য্যে তবু উদাসীন নয় !—
পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয় !

৫২

বসনে ভূষণে রূপ আবরি বাড়ায়,
যথা কাচ-কলস প্রদীপ-কলিকায়;
নাই, ক্ষতি নাই, ফুলে কি কাজ চন্দন;
রূপসীর রোষ যত,
প্রাণে তায় চায় তত;
হাসি দেখে বাসি স্বর্গ-নিবাসী যেমন;—
প্রাণ দিয়া ইচ্ছা করি অশ্রু নিবারণ!

৫৩

শিশু-হাসি দেখে যার উল্লাসে না মন,
কবিতা-কুসুম-ঘ্রাণ না পায় যে জন,
যে পিয়ে না রস বুঝে সঙ্গীত-সুধার,
নেত্রনীরে অবলায়
দেখে যে না দুঃখী তায়,
রূপের প্রভাবে বটে সে পেয়েছে পার!—
হেন দস্যু যে জন না কাছে যাই তার!

৫৪

হেন রূপ-যৌবনের মিলন যাহায়,
প্রিয়তমা—কোন্ বাক্যে বর্ণিব তোমায়!—
সমাপ্ত যৌবনে প্রেম মিলনে তোমার,

যেন নব জন্ম নিয়া
কোন নব লোকে গিয়া
পেয়েছি পরম রম্য রহস্য প্রচার ;
ঘুচিল বালক নাম খ্যাতি মূঢ়তার !

৫৫

সে জ্ঞান কি এই, যাহা লভেছি তোমায় !—
মূষা-উক্তি মানব পতিত হলো যায় !
এই কি প্রলোভ-ফল আদিম জায়ার !
সত্য বটে আস্বাদনে
নব মতি উঠে মনে,
এ জনমে ভুলিব না সে বিকার আর !—
ক্ষতি নাই যায় স্বর্গ বিনিময়ে তার !

৫৬

পতন-কারণ হেন জানা যদি যায়,
পরম সুলভ তবে উত্থান-উপায় ;
যে ভূমে পিছলি পড়ে ধ'রে উঠে তায়,
কণ্টকে কণ্টক হরে,
জলে কর্ণ জল ঝরে,
বিষের ভেষজ বিষ পাই পরীক্ষায় ;
সুচতুর বুঝে সার সঙ্কেত কথায়।

৫৭

হে প্রাণ-প্রতিমা ! শুনি হেন বিবরণে
অভিমানী হও পাছে, ভয় বাসি মনে ;
নয় এ রূপক প্রিয়া তোমার গঞ্জন,—
নর নব নেত্র পায়
হেরে নিজ নগ্নতায় ;
তব যোগ ভোগ-তৃপ্তি মুক্তি-নিকেতন !—
তুমি স্বীয়া স্বর্গ-সৌধ-সোপান-শোভন !

৫৮

ইন্দ্রিয় যা চায়, পাই তোমায় সকল,
কামনার কুসুমে ক্রমশ ফলে ফল ;—
বন্য জন্তু বশে যথা আনে নরগণ,
নিগড় নিবদ্ধ পায়,
যথাযোগ্য ভক্ষ পায়,
ক্রমে বাধ্য হয় পেয়ে শাসন পোষণ ;—
রিপু দল শান্ত হয় তোমায় তেমন !

৫৯

অতীব অদম্য কাম দমন তোমায় ;—
নাই ঘরে খাই বড়, পাই পরীক্ষায়,
সদা অন্নে হাত যার ক্ষুধা নাই তাঁর ;

নিজ ত্রুটি সংখ্যা নাই,
শতবার ক্ষমা চাই,
পেয়ে তবে মনে বুঝি মহিমা ক্ষমার ;
পর ত্রুটি বুঝি, দেখে ত্রুটি আপনার !

৬০

নর-হৃদে প্রভুত্বের বাসনা প্রবল,
জায়া তার যথাযোগ্য চালনার স্থল,—
যা চাও করিতে পার আছে অধিকার ;
তুমি সংসারের কর্ত্তা,
স্বামী পতি ভর্ত্তা হর্ত্তা,
কিন্তু পীড়া দিলে হবে পীড়া আপনার ;
প্রভু-কার্য্য পালন এ শিখান ভার্য্যার !

৬১

কেহ বলে ধন সব দোষের আধার,
কার মতে হয় ধন সংসারের সার,
প্রিয়ায় পেয়েছি হেন বিরোধ-ভঞ্জন ;—
ধন নিজে দোষালয়,
কিন্তু তায় ধর্ম্ম হয়,
পর তরে বিতরণ অর্জ্জন রক্ষণ,
বহুব্যয়ী কৃপণ বিমূঢ় দুই জন !

৬২

সুখে সুখী, দুখী যদি দুখে পরিজন,
অপরে আত্মতা মোহ কোথায় এমন !
লৌহে লৌহ কাটে কিন্তু বুঝ মনে সার ;—
দেহে আত্ম-ভ্রম যাহা,
মহা মোহাঙ্কুর তাহা,
প্রিয়া-প্রেম-মোহ দেখ মূল তুলে তার ;
ফলে ফুল কুরবে রৌরব ফল যার।

৬৩

গুণবতী বনিতা নিলয়ে আছে যার,
তার সম মদগর্ব্ব আছে আর কার,
সংসারী সে সংসারের গণ্য এক জন ;
কিন্তু নারী চায় যত,
কে যোগাতে পারে তত,
পদে পদে ঘটে তায় গর্ব্বের ভঞ্জন ;
বুঝ সীতা স্বর্ণ-মৃগে লোভের লক্ষণ !

৬৪

কি মৎসর হই প্রিয়া তোমার কারণে,
জ্ব'লে মরি যদি ভাল বল অন্য জনে ;
কে জানে সন্ধান কত উপকার তাঁর ;—

যে বা কিছু প্রশংসিত,
পেতে হ'ই ব্যগ্র চিত,
মনে ভয়, পাছে তব অনুরাগ যায় ;—
হেন শুভ মৎসরতা কে আর শিখায় !

৬৫

হলাহলে, হয় যায় জীবের নিধন,
যুক্তিযোগে দেখ তায় বাঁচায় জীবন ;—
বৈদ্য যথা জানে তার শোধন ব্যাভার ;—
নরের প্রকৃতি-গত,
মহা মহা দোষ যত,
প্রাণান্তিক-পীড়া, প্রিয়া, পরিণাম যার,
গুণ হয় সবে তারা গুণেতে তোমার !

৬৬

অশ্বে যথা বল্গা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধি বৃত্তি দলে যথা হিতাহিত জ্ঞান,
সিন্ধু-যাত্রি—পথ-হারা
তার যথা ধ্রুব তারা,
পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান ;—
তোমা বিনা পথ-ভ্রান্ত পান্থের সমান !

৬৭

অনূঢ়া কালের স্মরি মতি গতি ক্রিয়া,
বিবাহান্ত বিদ্যমানে দেখি মিলাইয়া,
সে পাবে প্রেয়সী তব মহিমা আভাস ;—
সে যেন সে নাই আর,
যেন নব জন্ম তার,
কত দোষ গত, কত গুণের বিকাশ,
এবে অজ্ঞ দ্বিজ বিজ্ঞ কবি কালিদাস !

৬৮

যথা দয়া ধর্ম্ম তথা, অকাট্য বচন ;—
সে দয়ার প্রস্রবণ কে আর এমন !
সে, বেদনা বুঝে কি সন্তান নাই যার !
নিজ হৃদে ব্যথা পাই,
পর ব্যথা বুঝি তাই,
নিজ-সুত হেতু পর-সুত মমতার ;—
দয়ার জনম-ভূমি ঘর আপনা

৬৯

দোষাশক্তি নর-হৃদে কি আছে এমন ?
জায়ায় না হয় যার তোষণ পোষণ ;—
অন্যে দোষ বাড়ায় বা ছাড়াইতে চায় ;

প্রিয়া কি কৌশল জানে,
লোভ দিয়া লোভ হানে,
দেখ নারী-রঙ্গ চতুরঙ্গ-রচনায়,—
রক্ষোরাজ-রণ-মদ তৃপ্ত লুপ্ত যায়!

৭০

মাতা কাছে শিক্ষা পাই মানি না তখন,
প্রতাপি প্রেয়সী তার শিখায় পালন;—
তারে ডরি, করে যার দণ্ড পুরস্কার;—
আমি ভাল বাসি যারে,
সেই সে দণ্ডিতে পারে;
ব্যবস্থা-স্থাপক হেন ক্ষমতা মাতার;
প্রাড়্বিবাক্ প্রহরীর পদবী প্রিয়ার!

৭১

প্রিয়া শুনে দুঃখী হবে এ চিন্তা যেমন,
কিসেতে নিবারে আর কুকাজ এমন!
মরি মারি নিজ তরে ভয় নাই তার,
প্রিয়ার কি গতি হবে,
স্মৃতি হলে কমি তবে,
উদ্যত করের অসি করি পরিহার;
রাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি প্রেয়সী সাকার!

৭২

শীতাতপ-বর্ষা-ক্লেশে বিজন কাননে
যে আশায় ফলাশায় বসে যোগি-জনে ;
লোকালয়ে বসি প্রিয়া তব সঙ্গ ভরে,
অনায়াসে লভি তাই,
পায়স পলান্ন খাই,
বশে এনে পাঁচমিলে তপ করি ঘরে ;—
বেদিয়া ভুজঙ্গ নিয়া খেলা যেন করে !

৭৩

কংস-শভা এ সংসারে কৃষ্ণোদয় প্রায়,
নিজ ভাবে সবে প্রিয়া নিরখে তোমায় ;—
পয়োরূপা কারো কাম-ফণীর আহার,
কেহ হেরে দাসী যেন,
কারো নেত্রে মিত্র হেন,
কেহ দেখে শুধু পুত্র-রতন-ভাণ্ডার,
প্রেম-গুরু কারো বা কন্দুক খেলিবার !

৭৪

সংসার-স্বরূপা স্বীয়া সংসারের সার,
সংসারে না পাই স্থান তব উপমার ;
পরকীয়া সনে তোমা তুলে মূঢ় জন !

কমল কেতকী যেন,
গঙ্গা কর্ম্মনাশা হেন,
আবাস-আহার পর-আতিথ্য ভোজন,
ব্রহ্মানন্দী আর যথা মদ্য-মত্ত জন !

৭৫

পর সঙ্গে পাপ যাহা, পুণ্য তাহা ঘরে,
কলুষের কলুষতা কে বা হেন হরে ;
পর সনে কুকর্ম্ম আখ্যান পশ্বাচার !
তব সঙ্গে সেই কাম,
'কাম-জননীর ধাম,
হয় তায় সঞ্চিত সুকৃত-অবতার,—
পুন্নাম-নরক-ত্রাণ পুত্র নাম যার !

৭৬

সাধ্বী-গর্ভ-ক্ষীরসিন্ধু সুত-চন্দ্র সনে
কুলটার পাপ ফলে তুলে দেখ মনে,
উভয়ের প্রভেদ প্রকাশ পাবে তায় !—
সুধা আর সুরা হেন,
দেবতা দানব যেন,
সুরভীর স্তন-রস অর্ক-ক্ষীর প্রায়,
অথবা প্রভেদ যেন ভক্তি ভাক্ততায় !

৭৭

পরীক্ষায় পাই হেন প্রভেদ যখন,
কিরূপে কল্পিত বলি শাস্ত্রের লিখন ?
সে শুভ, যে সাধারণে জন-মনোনীত ;
পত্নী সহ বসি ঘরে,
কেবা না বিশ্বাস করে,
পরকীয়া সনে হই সমাজ-বঞ্চিত !—
তবু ভেদ বুঝে না সে বিধি-বিড়ম্বিত !

৭৮

অঙ্গে সত্য নাই হেন লিপি প্রকৃতির
ভাষে যায় কেবা স্বামী কোন্ রমণীর ;—
বিবাহ-ব্যবস্থা সত্য মানব-রচন ;—
যথা ইচ্ছা নর নারী,
সঙ্গ করিবারে পারি,
স্বভাবের বাধা তায় না পাই তেমন ;—
বিবাহের মন্ত্র সত্য মুখের বচন ;—

৭৯

বাঁধে বটে করে করে, বসনে বসন,
সত্য, তায় বান্ধিতে না পারে মনে মন ;—
দেখেছি দম্পতি-দ্বন্দ্ব দেবাসুর প্রায় ;—

শত স্থলে পরিণয়
হয় শত দোষালয়,
কিন্তু তবু মনের এ বিশ্বাস না যায় ;—
নাই পাপ ব্যভিচার সমান ধরায় !

৮০

বিবাহে প্রকাশ্য-আজ্ঞা নাই প্রকৃতির,
ইঙ্গিত-সম্মতি আছে ভেবে দেখ ধীর ;—
বহু কার্য্যে প্রকৃতি-স্বাধীন নরগণ ;—
কিন্তু বহু কাজে তার,
ঘটে পরে অপকার,
চাই তার শ্রেয়প্রেয় বুঝে আচরণ ;
নয় পশু-রীতি অন্ধ স্বভাব চালন।

৮১

পথ্যাপথ্য আহারে সমান অধিকার,
রাখিতে ছাড়িতে পারে তনু আপনার,
শুভাশুভ বিচার কেবল পরীক্ষায় ;
স্বেচ্ছা-রতি যদি হয়
পরীক্ষায় দোষালয়,
বিবাহে অবশ্য তবে স্বভাবের সায় ;
কোন্ যুক্তি কাটিবে প্রত্যক্ষ ঘটনায় ?

৮২

সে স্বভাব, সর্ব্বভূমে যাহার বিস্তার;
কোথা দেশ, নাই যথা বিবাহ-ব্যভার;
কোথা নিন্দনীয় নয় যথেচ্ছা-বিহার,—
পরম পণ্ডিত জনে
বিধি দিল যুক্তি সনে,
ধরায় না হলো তবু প্রচার তাহার;—
কার বিধি, খণ্ডিবে বিধান বিধাতার!

৮৩

হে বিবাহ-প্রজাপতি দেবতা-যোজনা!
এ নর-সমাজ চারু তোমার রচনা,
নরত্বের সীমারম্ভ-প্রাচীর স্থাপন;—
তোমায় লঙ্ঘিয়া যাই,
পশুর পদবী পাই,
কোথা রয় প্রেমময় সম্বন্ধ-বন্ধন!—
পিতা মাতা প্রিয় ভ্রাতা নন্দিনী নন্দন।

৮৪

প্রাণপণে জনকের যতন পালন,
সহোদর গণে চির প্রেমের মিলন,
প্রাণের প্রতিমা হেন নবীন কুমার,—

দেখা মাত্রে খেলা-ভঙ্গে
ধেয়ে কাছে আসে রঙ্গে,—
বসন্ত মলয় হেন পরশন যার,
সব এ সংসার-সুখ বিবাহ তোমার!

৮৫

তোমা বিনা সংসারের দুর্গতি যেমন;—
ভাবিলে হৃদয়ে কাঁপে সহৃদয় জন;
রয় না এ নর আর, পশু স্বার্থপর,—
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ
সন্তান রোরুদ্যমান,
আহার না দিতে পারে জননী কাতর!—
পরস্পরে ধরাপরে সব জন পর!

৮৬

খণ্ড-বস্ত্রে সূচী যেন মিলায় আবার,
খণ্ড-আত্মা যুগে তথা মিলন তোমার;—
তিন দিন মানবের জীবনে প্রধান,—
যেই দিন প্রসবিত,
যেই দিন পরিণীত,
সজ্জিত চিতায় হয় যে দিন শয়ান!—
আদি অন্ত দুঃখ, মধ্য সুখের নিধান!

৮৭

সেরূপ সুখের দিন হইবে না আর,
বর-নাম পরম উপাধি শ্রেষ্ঠতার!—
উত্তমর্ণ রাজার থাকে না অধিকার;
আমি বসি উচ্চাসনে,
নিম্নে বসে গুরু জনে,
সবে ব্যগ্র সম্পাদনে সন্তোষ আমার;—
সেই এক দিন পাই পদবী রাজার।

৮৮

রাজ-অনুরূপে দিয়া মুকুট মাথায়,
বাদ্যভাণ্ডে উচ্চ যানে গমন পন্থায়,
অনুচর হেন ভাব সঙ্গী সবাকার,
যুবা বৃদ্ধ নারী নরে
গৃহ-কার্য্য পরিহরে
ধায় সবে হেরিবারে আনন আমার;—
যে না পায় দেখিতে বিষাদ চিতে তার!

৮৯

সে সময় প্রিয়া তব আছে কি স্মরণ?
পরশিত মম করে প্রথম যখন
তব কর-কিসলয় অরুণ সুকাশ।—

হৃদয় আবেগ ভরে
ঈষৎ কম্পন করে
নমিত অঙ্গুলি-শিখ—অলক্ত-নিবাস,
কি ক্ষুদ্র মুকুর-ভাতি নখরে প্রকাশ !

৯০

সঞ্চিত-সুকৃত-রাশি-ভোগ-নিকেতন
বাসরের ঘর—দৃশ্য অমর ভবন !—
অপ্সরা প্রবরা তব সখী দল তায়,
প্রাণের প্রবল ক্ষুধা
পানে তব বাক্য সুধা ;
কি বিষম অরি লাজ বসিল তোমায়,
নিরব নিশ্চল স্থির আবরিত কায় !—

৯১

খুলে দিল কোন সখী বদনাবরণ,
হেরিলাম কুঙ্কুমিত লোহিত লপন !
রক্ত পট্টবাসে রক্ত দীপ বিভাসিত !
অচল অলকাবলী,
যেন শত সুপ্ত অলী ;
নিমীলিত নয়ন সঘন বিকম্পিত ;—
অমল পল্লবে মণি-নীলিমা লক্ষিত !

৯২

নাই সে বিবাহ-নিশা বাসর-আগার !
নাই সে উদয়-মুখ যৌবন তোমার !
নাই সে উজ্জ্বল-বাস নাই আভরণ !
এবে গৃহকর্ম্ম ভরে
শীর্ণ ম্লান কলেবরে
ব্যস্ত ভাবে কর তুমি গমনাগমন !—
কি পরম রূপ তবু করি বিলোকন !

৯৩

কাল তব গণ্ড-রাগ করেছে হরণ,
মম হৃদি-রাগ করে সে ক্ষয় পূরণ !
নাই আভরণ তায় নহি বিষাদিত ;—
প্রেম তব ভঙ্গী ভরে
প্রতি অঙ্গে শোভাকরে,
আপাদ মস্তক আমি হেরি বিভূষিত ;—
কোন্ মণিকাঞ্চন তেমন বিভাষিত !

৯৪

হে প্রেম—হে সুধাময়-প্রবাহ আত্মার !
অবিচিন্ত্য অবিতর্ক্য মহিমা তোমার !
মানব-বামন-কর-আকর্ষণী-প্রায় !—

যার যোগে মর্ত্ত্য পরে,
স্বর্গফল পাই করে;
যার আকর্ষণ বলে কেহ না এড়ায়;—
কি বারুণ-পাশ!—বিশ্ব বাঁধা যায় যায়!

৯৫

হেন ওতপ্রোত স্রোত নাহি দেখি আর,
গতায়াত সমভাবে সমকালে যার;—
দান প্রতিগ্রহ দেখি অভেদ লক্ষণ;
যার দাস হয়ে রই,
তাঁর আমি প্রভু হই;
দেখি, দেখা দেই, দুই অভিন্ন কেমন!—
পরস্পরে দেখা মুখ মুকুরে যেমন!

৯৬

হেন যোগ-সিদ্ধির কে বা না করে আশ,
নিজ দেহে থাকি, করি পর দেহে বাস!
এক কালে দু-দেহে দুজনে অধিষ্ঠান!—
একে প্রয়োজন যাহা,
অন্যের কামনা তাহা;
একে দিতে, নিতে অন্যে আগ্রহ সমান!—
না উঠিতে পিপাসা সরসী আগুয়ান!

৯৭

নিয়া সুখ তত নয়, দিয়া বাসি যত ;
যত দেই, বৃদ্ধিসনে ফিরে পাই তত ;
ফিরে পেয়ে লাজে ফিরে দেই আরবার !
হেন মতে উভরায়
নিতে দিতে দিন যায়,
অবিরত নিজ পুরে উৎসব-সঞ্চার !—
জানি না কি ভাবে আছে বাহিরে সংসার !

৯৮

ছাড়ি জড় জগত অসম অচেতন,
আত্মা সনে আত্মার সঘন আলিঙ্গন !—
নিরাকারে নিরাকারে পরম বিহার !
দোঁহে দুই মুখ চায়,
সাকার প্রতিমা প্রায় ;
যদি কভু চোখে পড়ে সংসার বিস্তার !
যা দেখি, দেখি নি শোভা পূর্ব্বে হেন আর !—

৯৯

প্রেমীর নয়নে ধরা কেমন দেখায় !
বিলাসীর গৃহ যেন উৎসব-নিশায় !—
কাচমালা কলসে আলোক তরঙ্গিত,—

রম্য চন্দ্রাতপ তলে
মনোহরা নারীদলে
ঝঙ্কারি মঞ্জীর যন্ত্র গায় প্রেমগীত ;
যার মুখ চাই দেখি সেই হরষিত !

১০০

হে প্রেম পরম রবি সংসার-রঞ্জন !
নর-হৃদি-কন্দর-তিমির-নিরসন !
পূর্ব্বরাগ শোভন অরুণ আগে যার,
করুণ মলিন অঙ্গে
অশ্রু শিশিরের সঙ্গে
পিছে মানময়ী সন্ধ্যা বিরহে সঞ্চার ;
আলোক পুলক মধ্য মিলন তোমার !

১০১

বিনাশিয়া অন্তরের আদিম আঁধার,
কি প্রভাত পূর্ব্বরাগ প্রচার তোমার !—
স্বপন ছাড়িয়া লভি পরম চেতন ;—
হৃদে ভাব হয় হেন,
সৌরভ পাইয়া যেন,
বনে অন্বেষণে ব্যগ্র কুসুম গোপন ;—
দূরের সঙ্গীতে যেন আন্দোলিত মন।

১০২

হয়েছিল কিশোরে সন্ন্যাসী সহোদর,—
বহুকাল পরে এলো অতিথি সুন্দর,
সেই মুখভঙ্গী তার সেই কণ্ঠ স্বর,
বারবার কাছে যাই,
জিজ্ঞাসিতে ভয় পাই,
আশা ক্ষোভ সংশয়ে হৃদয় থর থর ;
পূর্ব্বরাগ ভরে হেন বুঝিবে অন্তর !

১০৩

রচনার পূর্ব্বে যথা কবির কল্পনা,
জ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী যথা ক্ষুব্ধ বিচারণা,
ভোজনের পূর্ব্বে যথা ক্ষুধা-উত্তেজন,
যথা বাহু প্রসারণ,—
আলিঙ্গন পূর্ব্বক্ষণ,
নবনীত আহরণে মন্থন যেমন,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ রীতি বিদিত তেমন।

১০৪

স্পর্শ হতে দৃশ্য চারু যেমন মণির,
লেপন অধিক প্রিয় ঘ্রাণ কস্তুরীর,
প্রাপ্তি-তৃপ্তি হতে রম্য শোভন আশয় ;

তৃপ্তি গুরু তুষ্টি ভরে
ক্লান্তি বাসে কলেবরে,
কুতূহল চপল বিলাস লালসায় ;—
সম্ভোগ অধিক রম্য পূর্ব্বরাগ তায় !

১০৫

পূর্ব্বরাগ ব্যাকুলতা না জানে যে জন,
সে কি পায় প্রেমে পূর্ণ-রস-আস্বাদন !—
যত্নলভ্য রত্ন বিনা না হয় যতন !
চিতে চিতে দোলাদুলি,
শূন্যে শূন্যে কোলাকুলি,
প্রেমে পূর্ব্বরাগ খেলা সুন্দর এমন ;
হায় তায় বঞ্চিত অভাগ্য-হিন্দুগণ !

১০৬

জীবনের সুখ দুঃখ প্রস্রবিত যায়,
হেন পরিণয় করি লোকের কথায় !
বিনা পরীক্ষায় নেই মাথা পেতে ভার !—
কি গুণ কি রূপ তার,
কিছুই না জানি যার,
তারে করি সঙ্গী চির জীবন-যাত্রার !
না জানি কিরূপে চলে এরূপ ব্যাভার !

১০৭

ঘটকের বর্ণনায় ভাবি কল্পনায়,
প্রেয়সী রূপসী হবে অপ্সরার প্রায় ;
শুভ-দৃষ্টিকালে ভাঙ্গে সে ঘোর স্বপন !
চীনা কবি চায় যাহা,
প্রিয়ার বদন তাহা,
দম্পতির হৃদে দুঃখ বিষণ্ণ বদন !
পুলকিত বিবাহে অপর সব জন !

১০৮

বহুস্থানে ঘটে রঙ্গ বিবাহে তেমন,
ঘটেছিল পার্ব্বতীর বিবাহে যেমন;—
কন্যার জননী উচ্চে কাঁদে উভরায় ;
বরের গলিত-দন্ত,
বয়সের প্রায় অন্ত,
শুভ্র কেশ শিরে শোভে রজত বিভায় ;
ইন্দুমুখী বালিকা সোঁপিতে হবে তায় !

১০৯

না দিলে বিবাহ, কন্যা অন্য-পূর্ব্বা হয়,
কেহ না করিবে আর তারে পরিণয় ;
কি হইবে ঘটকেরে করিলে প্রহার ;

পাত্র দেখেছিল যারে,
দেখিতে না পায় তারে,
বিবাহের বর দেখে অন্য জন আর!
হেন রঙ্গ ঘটকালী বিবাহ প্রথার!

১১০

যত দোষ আছে আরো বিবাহ প্রথায়,
শুন গিয়া শুধাইয়া কুলীন-কন্যায়;—
প্রৌঢ়া নারী অনূঢ়া—অবার ব্যভিচার,
বিবাহের পরে আর
নাই স্বামী-সমাচার,
সধবায় কারো বা অবস্থা বিধবার,
কোন বিধবার বা আচার সধবার!

১১১

না পাই যুক্তিতে, নাই শাস্ত্রের আদেশ;
করেছিল কবে কোন রাজায় নির্দ্দেশ;
প্রজা-হানি ভ্রূণ-হত্যা হেয় ব্যভিচার,
এ সকল দোষাধার,
দেশ হলো ছার খার,
তথাপি না শেষ হয় কৌলীন্য-প্রথার;—
কি প্রবল প্রমাণ হিন্দুর মূঢ়তার!

১১২ ৮

হেনরূপে হয়ে থাকে বিবাহ যথায়,
সে মূঢ়, দাম্পত্য-প্রীতি যে চায় তথায়!
আত্মার স্বাধীন স্রোত প্রেম তারে কয়;—
এ দেশে সম্বন্ধ হয়,
আর সবে কথা কয়,
মৌনানন বর পাত্রী দুই জন রয়;—
এ কি রঙ্গ যার বিয়া তার বিয়া নয়!

১১৩

নিজ অভিমতে যারা পরিণীত হয়,
তাদের অপ্রেমে অন্যে নিন্দনীয় নয়;—
মনোনীত দ্রব্যে যদি কভু দোষ পায়,—
আপনার লজ্জা তরে
যত্নে আবরণ করে;
পরদত্ত-ভার-দোষে প্রাণ জ্বলে যায়;
অন্তত সে বিবাহে প্রথমে প্রেম পায়।

১১৪

শিশু মুখে যথাকালে বচন-প্রকাশ,
যথাকালে বালিকার স্তনের উল্লাস,
স্বভাবেতে ঘটে যথা কত কাজ আর;—

তথা নর নারী মনে
সময়ের সংঘটনে
প্রেম-পূর্ব্বরাগ আসি জুটে একবার;—
বহু স্থানে ঘটে তায় দোষ ব্যভিচার।

১১৫

বিবাহের পূর্ব্বে নাই পূর্ব্বরাগ-লেশ,
ধর্ম্ম-রক্ষা পালে পিতা মাতার নির্দ্দেশ,
পরে পরস্পরে ঘর করে দেশাচারে;
পূর্ব্বরাগ ফুটে প্রাণে,
চায় তায় পর পানে,
জাতি খ্যাতি বিচারণা, নিবারিতে নারে!—
স্বভাবের নিয়মে নিয়ম সব হারে!

১১৬

কিসে পূর্ব্বরাগ হবে বিবাহে ঘটন?
ধূলায় খেলায় বালা বিবাহ তখন!—
পুতুলের বিয়া দেয় নাম জানে তায়;
রাঙ্গা বরে হবে বিয়া
হেন বাক্যে ভুলাইয়া
সাজাইয়া বিয়া দেয় পুতুলের প্রায়!—
সে কি জানে কত সুখ দুঃখ আছে তায়!!

১১৭

পর-গৃহে করে পরে বালিকা গমন,
শিখে নাই হাতে তুলে ভুঞ্জিতে যখন ;—
পিতা মাতা সঙ্গী স্মরি কাঁদে উভরায়,
শাশুড়ী ননদী যারা
সদা গালি দেয় তারা ;
গৃহ-কর্ম্ম সম্পাদন প্রাণান্তিক দায় ;—
শমন সমান দেখে আপন ভর্ত্তায় !

১১৮

জননীর লালনের বয়ঃক্রম যার,
সে হলো জননী—সুত প্রসবিত তার !
অকালের ফলে শুভ না হয় কখন ;—
ভগ্নবপু প্রসূতির,
নিত্য পীড়া সন্ততির,
অকালে জনমে পায় অকালে নিধন ;—
যদি বেঁচে রয়, হয় ব্যাধি-নিকেতন !

১১৯

জাতি মধ্যে হিন্দুজাতি দয়াশীল অতি,
সে হিন্দু নিষ্ঠুর হেন নারী জাতি প্রতি !
কীট-নাশে পাপ বাসে যে জন এমন !—

কন্যা জায়া ভগ্নীগণে,
অকাতরে সেই জনে
নানামতে ব্যথা দেয় এ আর কেমন !
বিসদৃশ রীতি নাই কোথাও এমন !

১২০

সুতায় না কিছুমাত্র করে শিক্ষাদান,
দেয় তার বিবাহ না বিকশিতে জ্ঞান ;—
ধন লোভে কেহ করে অপাত্রে অর্পণ ;
কেহ কুল-রক্ষা তরে,
চিরানূঢ়া রাখে ঘরে ;
স্বামী সনে কারো নাই এ জন্মে মিলন !—
রমণী কোথাও নাই দুখিনী এমন !

১২১

পীড়া দিয়া কোন্ কালে ভাল হয় কার !
অনাথের নাথ নিজে বৈরী হন তার ;
হিন্দু রাজ্যে সুখ নাই যেখানে যাইবে,—
রোগে শোকে ধনে জনে,
সকাতর সব জনে
বিব্রত বিষাদ গত দেখিতে পাইবে ;
পাপে বিধি প্রতিকূল নিতান্ত জানিবে।

১২২

বিদ্যাচর্চ্চা পূর্ব্ব হতে অধিক এখন ;
করিতেছে বহুবিধ দেশ দরশন ;
বাড়িয়াছে বাণিজ্য শিখেছে শিল্প চয় ;—
দেশময় কি কারণ,
দুখী তবে সব জন,
দিন দিন অধোগতি কেন তবে হয় ?
পাপ প্রবলতা ভিন্ন হেতু অন্য নয়।

১২৩

অভ্যাসে প্রাচীন নাহি ছাড়ে দেশাচারে,
অবিরত মত্ত তারা বিষয়-ব্যাপারে ;
হঠ-বুদ্ধি যুবাদল বাক্যের সাগর,
বাক্যে দেবতার প্রায়,
কার্য্যে প্রেতে লাজ পায়,
ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত ইন্দ্রিয়-কিঙ্কর ;
হেন দেশে শুভ চায় সে জন বর্ব্বর।

১২৪

প্রাণ-পণে কতিপয় মহোদয় জন,
সাধিতে দেশের শুভ যত্ন অনুক্ষণ ;—
ধন্য ধন্য তোমরা হে কৃপা-নিকেতন !

ছাড়িয়া বিষয়-আশা,
নিজ-তনু-ভালবাসা,
নর-হিত-মহাব্রত করেছ ধারণ ;—
কবে তোমাদের মত হবে মম মন !

১২৫

কবে সে তৃতীয়-নেত্র ফুটিবে আমার !
দেখিব সকল ধরা এক পরিবার !
হেরি নর-মুখ হর্ষে ফুলিবে অন্তর !
আত্ম পর বিবেচনা,—
ক্ষুদ্রাশয় বিচারণা,
পাশরিব অভিমান ঘৃণা লাজ ডর !
হবে হৃদি বিমল শারদ সরোবর !

১২৬

সে পরশ-মণি আমি পাইব কোথায় !
লৌহ হৃদি স্বর্ণ হবে পরশিয়া যায় !
সে নিগূঢ় মন্ত্র আমি পাইব কেমনে !
পরে খায়, পরে পরে,
আমি বসি নিজ ঘরে,
আকর্ষিব রস তার অতি সংগোপনে ;—
পর নামে মম যশ গাবে দশ জনে !

১২৭

প্রাণের পরম অংশ হে প্রেম-নিবাস
প্রণয়িনী প্রিয়া, মম পূর্ণ কর আশ ;—
প্রেমের পরম রীতি দেখাও যতনে ;—
পর-সুখ-দুখ যাহা,
কিসে নিজ হয় তাহা ;
নিজ প্রাণ পর প্রাণে মিলায় কেমনে ;—
কেমনে অভিন্ন একে হয় অন্য জনে !

১২৮

হে প্রেম অদ্বৈত-জ্ঞান-নলিন-তপন !
পতিত-মানব-কুল-তারণ পাবন !
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আয়ত্ত তোমার ;
কাঞ্চন শৃঙ্খল তুমি,
বিপুল এ বিশ্ব ভূমি
এক প্রান্তে আছে বাঁধা প্রলম্বিত যার,—
অপরান্ত কীলে—পদ-প্রান্তে বিধাতার !!

১২৯

পূর্ব্ব-রাগ-ভাব তব করেছি বর্ণন,
সে বুঝিবে সাধু-মতি সুজন যে জন ;
রবিকর সম তুমি ব্যাপক সংসার,—

কোথাও কমল ফুটে
প্রিয় পরিমল ছুটে,
কোথাও বা উঠে বাস্প পূতিগন্ধিকার ;
স্থান-ভেদে ফল-ভেদ পরশে তোমার !

১৩০

পরিণয় মানি বহু মঙ্গল আধার—
যদি প্রেম হয় প্রাণে তোমার সঞ্চার ;
তোমা বিনা বিবাহ কি বিভ্রাট ব্যাভার !
হৃদে প্রেম-ভাব রয়,
বাহ্য-কার্য্য পরিণয়,
করে যথা মুদ্রা, হৃদে ধ্যান দেবতার ;
কোন্ ফল ধ্যান-শূন্য-মুদ্রা-ধারণার !

১৩১

বেঁধে দেয় করে করে বসনে বসনে,
প্রেম বিনা কে বাঁধিতে পারে মনে মনে !
দুই দেহে হবে এক প্রাণের সঞ্চার ;—
শাস্ত্রে হেন বলে যাহা,
যুক্তি সনে মিলে তাহা ;
সংসার তলাসি পাই বিপরীত তার !—
পতি পত্নী যেন দেব দৈত্য অবতার !!

১৩২

ইহ-পর-কাল-সব-শুভ-নিকেতন !
মানব-অভাব-হর-পরশ-রতন !
বিমল-প্রদীপ ভব-আঁধার নিস্তার !—
দম্পতীর প্রেম হায়,
যোগী-যোগসিদ্ধি প্রায় ;
ভাগ্যবশে লভ্য প্রিয়া তোমার আমার !—
ভাবী ভাগ্য পাছে পুন বৈরী হয় তার !

১৩৩।

প্রেমে হরিয়াছি দোষ বিবাহ-প্রথার,
জানিবে প্রেয়সী ইহা কৃপা বিধাতার ;
বিবাহের পূর্ব্বে দোঁহে না জানি দুজন ;—
কিন্তু পরিণয় পরে,
ব্যবহারে পরস্পরে,
পেয়েছি তোমায় ছিল বাসনা যেমন ;—
তব মনোগত কথা না জানি কেমন !

১৩৪।

বিধিমতে করি তব প্রেম-সুধা পান,
প্রাণের অশুভ ক্ষুধা সব অবসান !
সুখ নাই ধনে কিম্বা লোকের সম্ভ্রমে,

বিদ্যায় না সুখ তত,
শাস্ত্রে পড়িয়াছি যত
নিশ্চিত বুঝেছি সব তোমার মিলনে—
সুখ লাভ হয় সুধু সুখ বিতরণে !

১৩৫

প্রেম-ভোগে-পরিতৃপ্ত-সুশীতল-মন
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন !
সকলে বিরক্তি বাসে ক্ষুধিত যে জন ;—
মিটেছে বুভুক্ষা যার,
প্রফুল্ল আনন তার,
পর ক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন ;—
নিঃস্ব নিকেতনে কোথা ধন বিতরণ !

১৩৬

যা আমি ছিলাম পূর্ব্বে যা আমি এখন,
অন্তরে ভাবিয়া বাসি একাকী দুজন !
শত ধন্যবাদ ইথে দেই বিধাতায় !
সব শুভ দাতা তিনি;
তার পরে প্রণয়িনী,
সকৃতজ্ঞে করি শত-চুম্বন তোমায় !—
সাক্ষাৎ কারণ তুমি শোধিতে আমায় !

১৩৭

সুরভাবে ফিরায়েছ অসুরের মন!
পরকাল-পথ-কাঁটা করেছ হরণ!
কেবল কি এই শুভ লভেছি তোমায়?—
ঐহিকের সুখ যাহা,
তোমায় পেয়েছি তাহা,
কত মতে তুষিয়াছি ভোগ-লালসায়—
ভুঞ্জিয়াছি রাজ-সুখ দরিদ্র দশায়!

১৩৮

এ বিশ্ব সংসারে পান ভোজন শয়ন,
সব জীবে করে, করে সব নরগণ;—
করে সবে সুধু প্রাণ ধারণ কারণ;—
পুণ্যফলে যার ঘরে
প্রণয়িনী নারী ধরে,
সেই পায় এ সবে বিশেষ আস্বাদন;—
সে বুঝে প্রকৃতি তৃপ্তি ভোগ বিশেষণ!

১৩৯

শত সূপকারে করে যদ্যপি রন্ধন,
সে কি হয় প্রেয়সীর পাকের মতন!
শত দাসে স্নান-সুখ হয় কি তেমন!

হেন শয্যা পাতিবারে
কিঙ্করী কি কভু পারে !
কোন্ জন করে হেন যতনে ব্যজন !
কে হেন যোগায় যথাকাল-প্রয়োজন !

১৪০

সম্পদে কি সুখবাসে একাকী যে জন !
হৃদে হৃদে প্রতিঘাতে উল্লাসে যেমন !
এক মাত্র হৃদে সুখ না হয় তেমন !—
বিপদ যামিনী-যোগে,
অসহায়ে তম-ভোগে,
কি যাতনা জানে তাহা একাকী যে জন !
কে সঙ্গিনী সুখে দুখে প্রেয়সী যেমন !

১৪১

প্রখর নিদাঘ-তাপে তপ্ত কলেবর,
নিদ্রা-শূন্য শয্যাপরে বিলুণ্ঠিত নর,
কি করিবে হেন গ্রীষ্মে, প্রিয়া নারী যার !
চন্দনের জল দিয়া,
ফুল পাখা রসাইয়া,
শয্যা-প্রান্তে বসিয়া বীজন অনিবার !—
নির্ব্বিঘ্নে নিবসে নিদ্রা নেত্রে আসি তার !

১৪২।

সুগন্ধি কষায় দ্রব্যে রঞ্জি কেশপাশ,
স্নান-স্নিগ্ধ-অঙ্গে দিয়া সুচিকণ বাস,
সুগন্ধি তাম্বূল রাগে অধর রঞ্জিত,
শীতল মৃণাল প্রায়,
হেন প্রেয়সীর কায়,
পরশনে নিদাঘের প্রভাব ভঞ্জিত;—
তায় প্রিয়া করে কায় চন্দন চর্চ্চিত!

১৪৩।

শীতল চন্দন-জল, অঙ্গুলি শীতল,—
পরশে শিহরে অঙ্গ অনঙ্গ চঞ্চল;
সে চন্দন-চর্চ্চা বাসি হিম জলে স্নান!
সুরসিত শর্করায়,
কর্পূর জম্বীর তায়,
প্রিয়ার রচিত হেন পেয় পুন পান;—
ভীম গ্রীষ্ম ভুলে বাসি হিম বিদ্যমান!

১৪৪।

শশি-বিভাসিতা-নিশা, মধুর পবন,
সৌধ-শিরে পরিপাটী পাটীর আসন!
গাঁথি প্রিয়া অম্ল-ফুল্ল মল্লিকার হার,—

সিঞ্চিয়া চন্দন জলে,
থরে থরে দেয় গলে!
হেন মতে যার গ্রীষ্ম-যামিনী বিহার,—
স্বর্গবাসী ঈর্ষাভরে হেরে সুখ তার!

১৪৫।

খর-পূর্ব্বরাগ পরে মিলন যেমন,
তীব্র গ্রীষ্ম অন্তে স্নিগ্ধ বরিষা তেমন!
বিচিত্র জলদাবলী আবরে গগন,
তায় চপলার মেলা,
কাঁমিনী-ইঙ্গিত-খেলা!—
ক্ষণে আল ক্ষণে তম ক্ষণে বরিষণ;—
অভিনীত যেন ইহ মানব জীবন!!

১৪৬।

ক্রমে দিবা যামিনীর ভেদ নাই আর!—
সিতাসিত দুই পক্ষ একই প্রকার!
ঝঞ্ঝানাদে স্থূলধারে ঘোর বরিষণ;—
ভেকের সঙ্গীতভরে,
নীলকণ্ঠ নৃত্য করে,
কদম্ব সুগন্ধে বহে শীতল পবন!
এ কালে কি প্রাণে বাঁচে প্রিয়া-হীন জন!

১৪৭।

অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গে জলদ-গর্জ্জন ;
জেগে শুনি অবিরাম বর্ষণ-নিস্বন,
দামিনীর দ্যুতি করে গবাক্ষ রঞ্জন ;—
প্রণয়িনী শঙ্কাভরে,
গাঢ় আলিঙ্গন করে ;—
পরস্পর দুই অঙ্গ মিলিত যখন,
কে না জানে অঙ্গ পায় অনঙ্গ তখন !

১৪৮।

ভৃষ্ট তিল তণ্ডুল গোধূম ঘৃতপ্লুত,
(কালোচিত উপাদেয়) গন্ধচূর্ণ যুত,
প্রণয়িনী সযতনে পুলকে ভুঞ্জায়।
অঙ্গদ্যুতি নীলাম্বরে,
কাঞ্চিদাম তার পরে,—
সচপলা মেঘমালা শক্রধনু তায় !
ফুটে প্রাণ-কদম্ব শিহরে প্রেমকায় !

১৪৯।

বরিষান্তে শরতের আদর কেমন !—
কলহান্তে সন্ধিযোগে শান্তির যেমন !
ঝঞ্ঝাবাত জলপাত অশনি গর্জ্জন,

সব উপদ্রব শেষ,
প্রকৃতির ধীর বেশ,
ছিন্ন ভিন্ন ইতস্তত মেঘের গমন,—
সমরান্তে যেন শ্রেণী-ভঙ্গ-সেনাগণ !!

১৫০

জল স্থল নভস্তল সকলি অমল,
ফুটিল কমল কাশ গ্রহ তারাদল,
দিনে ভানু খর, শশী সুরম্য নিশায়,
নিশা অবসানে শীত,
প্রিয়াকায় আলিঙ্গিত,
অর্দ্ধ জাগরিত অর্দ্ধ জড়িত তন্দ্রায়,
অর্দ্ধ আকর্ষিত অর্দ্ধ মিলিত ইচ্ছায় !

১৫১

গঙ্গা অঙ্গে ঢাকা কিবা রক্ত পট্টবাস !
লোহিত কমল বন পশ্চিম আকাশ !
নাই সন্ধ্যা রম্য হেন শরতে যেমন !
পুন বসি সৌধপরে,
শূন্যে হেরি নিশাকরে,—
পার্শ্বে হেরি প্রেয়সীর অমল আনন !
কালোচিত নানামত ভোগ আয়োজন !

১৫২

ক্রমে রবি-গর্ব্ব-হর শিশির-প্রকাশ,
উষায় সধূম ধরা—কুয়াসা উচ্ছ্বাস,
প্রভাত-আতপ রম্য কাঞ্চন বরণ;—
তত শীত বোধ নয়,
বহ্নি যায় প্রিয় হয় ;
মধ্য দিনে বাসি তাপ শরতে যেমন;—
পুর-ধূমে ঘোরা সন্ধ্যা তুহিন-পতন !

১৫৩।

এ কালে দিবস অন্তে শিশির বর্ষণ,
বাহিরে না যেতে ইচ্ছা করে কোন জন;
প্রিয়া-হীন ঘরে বাস কোন্ সুখ তায় !
বসন আবরি অঙ্গে,
প্রাণ প্রণয়িনী সঙ্গে,
বাক্যালাপ কাব্যপাঠ কৌতুককথায়,
সে সুখী, যে কাটে কাল ললিত ধারায় !

১৫৪

নানামত শাক শালি জনমে নূতন ;
নানামত এ কালে ভোজন আয়োজন ;—
সুগন্ধ তণ্ডুলে রম্য পায়স রন্ধন,

খর্জ্জুরের রস যোগে,
পিষ্টকের উপযোগে,
উদর রসনা সম তৃপ্ত দুই জন!—
প্রিয়া বিনা কে করে এ ভোগ আয়োজন!

১৫৫

ক্রমশ হেমন্ত ঋতু প্রকটে ধরায়;—
শার্দ্দূল সলিলে, সুধা বহ্নি-প্রতিমায়,
অতপ্ত আতপে ভ্রান্তি হয় চন্দ্রিকার;
কাননে তরুর পরে,
ঊষার শিশির ঝরে,
শব্দ হয় যেন মৃদু মন্দ বরিষার!
শয্যা-ত্যাগে শোক বন্ধু-বিয়োগ প্রকার।

১৫৬

তরুণী তপন তুলা শীত-নিবারণ,
দেখ কবি বাক্যে অগ্রে তরুণী গণন!
সে সুখী যে প্রিয়া অঙ্গ আলিঙ্গি শয়ান!
যদি ভুলে দূরে শুই,
শীতে আসি মিলি দুই,
জানি নানা মত অঙ্গ-বন্ধন-সন্ধান;
শীতে যত মিলায় তত না ফুলবাণ!

১৫৭।

কিশোরান্ন পলান্ন সধূম উষ্ণতায়,
ঘৃত-যোগে সযতনে প্রেয়সী ভুঞ্জায়;
প্রিয়া-পাকশালে করি অনল সেবন,—
স্নান শৌচ আচমন,
উষ্ণ জলে সমাপন,
কি করিবে শীতে যার অঙ্গনা এমন!
সব কালে কালোচিত ভোগ-নিকেতন!

১৫৮।

যোগী-যোগ পরীক্ষিতে, বিয়োগী বধিতে,
কামিনী-কটাক্ষ-শস্ত্রে তীক্ষ্ণ শাণ দিতে,
সাজাইতে পৃথিবীরে, বসন্ত উদয়;—
কুহু কুহু পিক ডাকে,
অলি উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কুসুম সুগন্ধে মন্দ সঞ্চরে মলয়!—
কোমল বিকারময় জীবের হৃদয়!

১৫৯।

পক্ষী না ছাড়িতে চায় পক্ষিণীর পাশ,
গোষ্ঠে গোষ্ঠে ধেনু সনে বৃষের বিলাস,
থাকুক সজীব কথা নির্জীব কেমন!—

রাগ কিসলয় পরে
হাস্য কুসুমের ভরে
তরুর পুলক, পেয়ে লতা-আলিঙ্গন ;
দেখে কি ধৈরজ মানে মানবের মন !

১৬০

দর্পকের দর্প নাহি সাজে তার কাছে,
কুটীল-কুন্তলা-কান্তা কাছে যার আছে ;
মলয় সেবন সুখে কুসুম চয়ন,
পুন বা যৌবন যেন
ফিরে এলো বাসি হেন,
অনঙ্গ উৎসবে সদা উল্লাসিত মন,
কাছে প্রিয়া পরিধিয়া বাসন্তী বসন।

১৬১

কত গুণ প্রিয়া তব করিব বর্ণন,
সব কাল সুখদা ভোগের নিকেতন !—
গ্রীষ্মের বিজন তুমি, বর্ষা আবরণ,
তুমি শশী শরতের,
তুমি রবি শিশিরের,
তুমি বহ্নি হেমন্তের,—শীতের ভঞ্জন,
বসন্তের বর্ম্ম,—ফুলশর নিবারণ।

১৬২

দিবা-নিশা-ম্নান তব সমান যতন,
অগ্রে জাগরিতা, সর্ব্ব পশ্চাৎ শয়ন ;
অবিরত কার্য্যে রত ক্রীত দাসী প্রায়,
নিজ সুখে নাহি মন,
অনলস অনুক্ষণ
নানা মতে শুধু মম তুষ্টি সাধনায় ;
প্রকাশিব প্রেম কত লিখিয়া কথায় !

১৬৩

এ সংসারে আশা-ভঙ্গ, অরির পীড়ন,
খলের খলতা, নাহি ভোগে কোন্ জন !—
সব দুখ ভুলি দেখে বদন তোমার !
বাঁচে মরে মম তরে,
আছে হেন ধরাপরে,
এ হতে কি আছে আর ক্ষোভ-প্রতিকার !
আছে হৃদি নির্ভরিতে হৃদয় আমার !

১৬৪

যখন যখন ঘটে স্বাস্থ্যের পতন,
প্রিয়া তব প্রেম কত বুঝেছি তখন !
অনলসে অনশনে রাত্রি জাগরণ ;

ব্যথায় ব্যথিত তুমি,
হেন নাহি ধরে ভূমি ;
শুশ্রূষায় করে অর্দ্ধ আময় হরণ ;—
না পারে সংসারে হেন আর কোন জন !

১৬৫।

বালক-ভর্ত্তার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
যুবার সর্ব্বস্ব তুমি অনঙ্গ-তোষিণী,
বৃদ্ধ জনে ভাব তব দ্বিতীয় মাতার ;—
বৃদ্ধকালে নারী-হীন,
তার সম নাই দীন,
শত সুতবান্ যদি তবু দুখ তার,
নয় তুষ্টি মত নিদ্রা শয়ন আহার !

১৬৬

হেন মতে যে কালে যে কিছু প্রাণে চায়,
পাই পূর্ণ পরিমাণে প্রেয়সী তোমায় ;—
সেবায় কিঙ্করী তুমি, জননী ভোজনে,
বিপদে ভ্রাতার প্রায়,
বন্ধু হেন মন্ত্রণায়,
গণিকা গণিতা তুমি সুখদ শয়নে,
বন্দনায় বন্দী তুমি গুণের বর্ণনে !

১৬৭

শ্রেষ্ঠ নেত্র-সুখ মানি তব দরশনে,
নাই আলাপন হেন যথা তব সনে,
পরশনে হেন রস বাসি আর কার!
সব শ্রেষ্ঠ, সুখ যায়,
কিসে উপমিব তায়!
আছে কি এ দেহে হেন কোন ভোগ আর,
সব ভোগ বিশেষে সম্ভোগ নাম যার!

১৬৮

বলুক কপট ভণ্ডে যা বলিতে হয়,
সে ভোগ সময় মত নিন্দনীয় নয়;—
নর বাক্যে খণ্ডিবে না ইচ্ছা বিধাতার
ভূত ভাবী বিদ্যমান,
হারাই তিনের জ্ঞান,
হেন তীক্ষ্ণ উগ্র পূর্ণ সুখ কোথা আর!—
ব্রহ্মানন্দ বিনা নাই স্থান উপমার!

১৬৯

প্রজা-সৃষ্টিকারী প্রতিনিধি বিধাতার,
তদুচিত সুখভোগ সে সময়ে তার;—
সম সুখ দুঃখ এক মতি এক প্রাণ,—

এক কার্য্য ফল যাহা,
দোঁহে তুল্য লভ্য তাহা,
দুই জীবে হেন এক জীবের বিধান,—
কেবল মিথুনে মাত্র পাই বিদ্যমান!

১৭০

যদিও না কাম বটে প্রেমের কারণ,
প্রেম হতে হয় কিন্তু কামের জনন;
দোঁহে দোঁহা সুখ চায় প্রেমী দুই জন;—
দেহ সুখ হেন আর,
নাহি ধরে এ সংসার,
পরস্পর দিতে তায় হয় ব্যগ্র মন;
এরূপে বুঝিবে প্রেম কামের কারণ।

১৭১

ধিক্ হেন রীতে যার বিপরীত ঘটে,
কাম হতে পামরের প্রেমভাব রটে;—
প্রেম আর কামাচারে প্রভেদ বিস্তর;—
কাম নিজ-সুখ চায়,
পর-সুখ সাধনায়
কায় মনে প্রেমীর যতন নিরন্তর;—
করুণা-নিকেত প্রেমী, কামী স্বার্থপর!

১৭২

চাটু বাক্যে মন তোষা বাস ভূষা দান,
না হয় প্রেমের ইহা নিশ্চিত প্রমাণ;
সেই সত্য প্রেম, হেতু নাহি পাই যার!
সে প্রেম না প্রাণে যথা,
কি সুখ সম্ভোগে তথা,
স্বাদু-রুচি-হীন শুধু ক্ষুধার আহার;—
এ নয় মানব রীতি পশুর ব্যাভার!

১৭৩

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে মিলন সঞ্চার,
মিথুন-মিলন বাহ্যে অনুক্রিয়া তার;
দেহ মিলে কি সুখ, না মিলে যদি মন!
দেহে কি তেমন পারে
পরস্পর মিলিবারে!
কাষ্ঠে কাষ্ঠ হেন দেহে দেহের মিলন,
মনে মনে—দীপশিখা-যুগল-যোজন!

১৭৪

অবয়ব-মাধুরী বা উজ্জ্বল বরণ,
বাহ্য-রূপ আকর্ষণ রয় কতক্ষণ!—
গন্ধ পান পরে ফুল না বাসি তেমন!

ভোজন উচ্ছিষ্ট যাহা,
হোক্ উপাদেয় তাহা,
তথাচ ঘৃণার সহ করি বিলোকন ;
পরিধানে ম্লান হয় উজ্জ্বল বসন।

১৭৫

প্রেমের বিলাস যথা সঙ্গীত শ্রবণ,—
শুনি যত হৃদে তত কামনা বর্দ্ধন ;—
প্রত্যেক বিরাম তার ক্ষোভের কারণ !
যখন উদয় মনে,
বাঞ্ছা হয় সেইক্ষণে,
তৃপ্তি অবসাদ তায় না হয় কখন ;—
সুখ দুঃখে রয় স্মৃতি হৃদয়-রঞ্জন !

১৭৬

প্রেমে পূর্ব্ব-রাগ পরে প্রথম মিলন,—
অটনের ক্লান্তি অন্তে সুষুপ্তি যেমন !
না থাকে আশঙ্কা ক্ষোভ কামনা তখন ;
আত্মা পূর্ণ ভাব ভরে,
আত্মায় বিহার করে !
জাগিয়া হৃদয়ে পাই করি অন্বেষণ
শুধু এক মোহময় সুখের স্মরণ !

১৭৭

হেন সুখ বর্ণিবারে শক্তি বটে তার,
হইয়াছে হেন সুখ স্বাভাবিক যার!
সুরায় অভ্যস্ত জন টলে না সুরায়;
আমি বৃথা যত্ন করি,
যদি হৃদে ভাব ধরি,
আলুলিত হয়ে যায় তুলিতে কথায়;—
ভাবুক বুঝিবে ভাব নিজ ভাবনায়!

১৭৮

পূর্ব্ব-রাগ মিলন এ দুই ভাব পরে,
উদিত বিরহ ভাব প্রেমীর অন্তরে;
হে প্রেমী বিরহ নামে করো না বিদ্বেষ!
সুখ ভোগে যোগ্য সেই,
দুখে নয় দুখী যেই,
সুপাত্রের আছে এই পরম বিশেষ;
সে প্রেমী যে ভুঞ্জে প্রেম আদি মধ্য শেষ!

১৭৯

বিরহ ত্রিবিধ পুন শুন সাবধান,
মান কিম্বা প্রবাস বা প্রেম-অবসান;—
আরাধনা ত্রুটি হয় মানের কারণ,

নিজে যার মান আছে,
মান সাজে তার কাছে,
মান বুঝে সেই পুন মর্য্যাদা বাড়ায়;
কিম্বা মান মাণ প্রেম পরিমিত যায়।

১৮০

নীলাম্বরে ঢাকা তনু বিবর্ত্ত বদন,
কাছে সকাতর কান্তে নাই দরশন,
যত স্তুতি অভিমানে তত গলে মন;
চরমে পরম যুক্তি,
আছে জয়দেব-উক্তি,
"দেহি পদপল্লব" মানের সমাপন;—
মিলন মানান্তে—শশী মেঘান্তে যেমন!

১৮১

প্রেমে দুখ নাহি হেন প্রবাস যেমন,—
হৃদয়-কমলে যেন তুষার পতন!
যার সনে মিলনে ব্যাঘাত বাসি হায়,—
জনপদ নদ বন,
প্রবীণ পর্ব্বত গণ,
কেমনে সহিতে পারি ব্যবধান তায়!
এ হতে যাতনা প্রাণে কিসে হয় আর!

১৮২

এক আকাশের তলে জীবিত দুজন,
এক রবি শশী দোঁহে করি দরশন,
পরস্পর দুজনে না দেখি দুই জন ;
যে দিকে নিবসে প্রিয়া,
আসে বায়ু তথা দিয়া,
সে দিকে অনা'সে উড়ে যায় পাখিগণ,—
আমি চেয়ে দেখি বৃথা করি আকিঞ্চন !

১৮৩

অস্তগত ভানু ক্রমে শশাঙ্ক উদিত,
যেন ইন্দ্রজালে বিশ্ব বর্ত্তিত রঞ্জিত !—
কাননের শিরে নদী হেম-কান্তিমার !
লুপ্ত জন-কোলাহল,
প্রশান্ত মেদিনীতল,
প্রবাসীর সুখ দুখ জড়িত বিকার !
বিচিত্র চিত্রিত ছায়া মাঝে চন্দ্রিকার !—

১৮৪

কাল ভুজঙ্গিনী হেন লক্ষিত রজনী,—
শির পরে বিধু যেন বিরাজিত মণি !—
পূর্ব্ব-স্মৃতি ফণা তুলি দংশে বার বার ;

যত সুখ লভিয়াছি,
যত কটু কহিয়াছি,
এখন সে সব হৃদে উঠে অনিবার!—
নাই রাত্রে অশ্রুপাতে ব্যাঘাত লজ্জার!

১৮৫

প্রবাসে যে না গিয়াছে ছাড়িয়া প্রিয়ারে,
কত ভাল বাসে তা কি সে জানিতে পারে!
প্রবাস, পরম কষ্টি প্রেম-পরীক্ষায়!
যে জন প্রবাসে গিয়া
ভুলে থাকে পর নিয়া,—
সে কপট, প্রেম তার কেবল কথায়!
প্রবাস, আহুতি সত্য প্রেমের শিখায়!

১৮৬

হেন প্রবাসের পরে মিলন কেমন,—
রাজগৃহে জাতিস্মর জনম যেমন!—
বিদ্যমান সুখে পূর্ব্ব দুখের স্মরণ;—
হৃদে না হরষ ধরে,
অবসাদ কলেবরে,
অনিবার অশ্রুধার হৃদয়-নর্ত্তন!
অকস্মাৎ দুখনাশ দুঃসহ এমন!

১৮৭

মন ভেঙ্গে যায় হয় প্রেম অবসান,
প্রেমে প্রবঞ্চনা হয় ইহার নিদান;
যথা কামাচার তথা এইরূপ হয়!
বিষম খলের মেলা,—
মেঘে সৌদামিনী-খেলা
ক্ষণমাত্র, পরক্ষণ অন্ধকারময়!—
অশনির সম্ভাবনা প্রাণান্তিক ভয়!

১৮৮

বিরহ বিদিত এক অপর প্রকার,
অনিবার নাই যার প্রতিকার আর!—
প্রেমের উৎসবে মত্ত দুজন যখন,
বিনা প্রিয়-মুখ ধ্যান,
নাহি আর কোন জ্ঞান,
সন্ধি বুঝে সংগোপনে অশান্ত শমন
এক জনে হরে লয়, রয় অন্য জন!

১৮৯

হৃদে হৃদে পরস্পরে হেরিতে হেরিতে,
দুজনে মরিতে পারে হাসিতে হাসিতে;
একে মরে অন্যে রয় সে হয় কেমন,—

শার্দ্দূল অর্দ্ধেক কায়
দশনে চর্ব্বিয়া খায়,
অপরার্দ্ধে রয় যথা বেদন চেতন!
পূর্ণ-মৃত্যু হ'তে হেয় অপূর্ণ-জীবন!

১৯০

হেন শোক হৃদি-পুরে প্রবেশিত যার,
জীবন গণিত তার জরার প্রকার;—
সুখ দুখ তার কভু বাড়িবে না আর!
লক্ষ জন মাঝে রয়,
তথাচ সে লক্ষ্য হয়;
কভু না উৎসাহ তার উৎসবে ধরার,—
সঙ্কীর্ত্তনে শব যেন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার!

১৯১

বিষাদ-প্রতিমা হেন যে দেখিতে চায়,
দেখুক সে আসিয়া হিন্দুর বিধবায়!—
বসনে ভূষণে পানে অশনে শয়নে,
কিছুতে না সুখলেশ,
ধরা হয় মরুদেশ;
দিন যায় দীর্ঘশ্বাস অশ্রু-বরিষণে!—
দিনশেষে দিন দিন শেষ-দিন গণে!

১৯২

পূত মনে যার হেন সত্য আচরণ,
পবিত্র সে পুর, নারী যেখানে এমন !
কিন্তু ভোগ লালসা প্রবল হৃদে যার,
    সমাজ-শাসন ডরে,
    বাহ্যে মাত্র ভাণ ধরে,
সংসারে না অভাজন সমতুল তার !
অতি সে নিষ্ঠুর দেশ নিষ্ঠুর ব্যাভার !

১৯৩

লোকে কি কখন পারে লোকের কথায়
নিবাইতে অনিবার প্রকৃতি-ক্ষুধায় !
ক্ষুধিতে না পায় যদি উচিত ভোজন,
    হিতাহিত জ্ঞান যায়,
    গোপনে অভক্ষ্য খায়,
লোক-নিন্দা কি করে সে গণে না মরণ !
বৃথা নিন্দা মানবের—মানবের মন !

১৯৪

ভাল ছিল হিন্দু-দেশে সবলে বান্ধিয়া
বিনাশিত বিধবায় চিতায় দহিয়া ;—
একদিনে এড়াইত জীবনের দায়,

দিন দিন আমরণ
দহিত না অনুক্ষণ
শাসন-বন্ধনে শুয়ে ক্ষোভের চিতায়!—
না কাটিত করাতে মরিত অসি ঘায়!

১৯৫

হিন্দুর আশ্চর্য্য কিবা লজ্জার সংস্কার!
অতিলাজ বাসে দিতে বিয়া বিধবার!—
কন্যা ভগ্নী ব্যভিচার লাজ নাই তায়!—
শত ভ্রূণহত্যা করে,
সে পাপে না কেহ ডরে;
নরকে না ডরে, ডরে নরের কথায়!!
যাক্ ধর্ম্ম, দেশাচার রক্ষা যদি পায়!!!

১৯৬

স্বাধীন যুক্তির সনে না হয় মিলন,
যে আচারে হয় মাত্র জীবের পীড়ন,
দেশময় যার দোষে যায় ছারখার;—
হিন্দু বিনা হেন কেবা,
সে আচার করে সেবা,
থাকিতে সুলভ হেন প্রতিকার তার!—
সমাজের অধীন, সমাজ-ব্যবহার।

১৯৭

শাস্ত্রের বিধানে যদি কর কেহ বল,
নয় শাস্ত্রে অনুরাগ কেবল সে ছল;—
পালিতেছে শাস্ত্রের বিধান কোন্ জন!—
ব্রাহ্মণের ক্রিয়া যাহা,
ব্রাহ্মণ কি করে তাহা,
তবে কেন কর শুধু অবলা-পীড়ন!
বিশেষতঃ শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝে কয় জন।

১৯৮

সমাজের শুভ যাহা নিজ কালে গণে,
বিজ্ঞগণে লিখে তাহা অজ্ঞের শাসনে;—
কালগতে সে শাস্ত্রে না ফল পাই আর;
বাল্যের বসন যাহা,
এবে পরিধিলে তাহা,
শীতাতপ কখন কি হয় প্রতিকার!
যথা জন-সমষ্টি সমাজ তথা তার।

১৯৯

অতএব ছল ছাড়ি ভারতীয় গণ,
বিধবার নেত্রনীর কর নিবারণ;
পুরুষ বিহনে নাই বন্ধু অবলার!

শুভ অনুষ্ঠান যাহা,
বিফল হবে না তাহা,
দেশ হিতে পাবে হিত প্রতিপরিবার ;
কানন বাড়িলে বাড়ে সব তরু তার।

২০০

বয়স্থা বিধবা নারী ঘরে আছে যার,
দেখ দেখি কোন্ দিন সুখ আছে তার !
পিতা মাতা দহিতে সে জ্বলন্ত অনল !
অন্তরের ক্ষোভ ভরে,
সদা সে কলহ করে,
জ্বালাতন করিবারে সদা চায় ছল ;
যারে সুখী দেখে তারে ভাবে পরদল।

২০১

অতি মহাজন তিনি, দুখ বিধবার
প্রতীকারে ভারতে প্রথম যত্ন যাঁর !
বিচ্ছেদ আত্মীয় সনে, লোক তিরস্কার ;
এ সব না গণি মনে,
বুঝালে অবোধ গণে,
শাস্ত্রযুক্তি সাপক্ষ বিবাহে বিধবার ;
ধন্য মহোদয় তব মতি করুণার !!

২০২

তবু ভারতীয় গণ অবোধ এমন,
দূষ্য-দেশাচারে বলে ধর্ম্ম-সনাতন !
করে দল-চ্যুত বিবাহিতা বিধবায় !
চিরব্যক্ত ব্যভিচার,
ভ্রূণহত্যা জানে যার,
অম্লান বদনে মনে তার অন্ন খায় ;
এ হেন মূঢ়তা আর কোথায় ধরায় !

২০৩

হে প্রেয়সি ! বলি শুন মম অভিপ্রায়,
চির-স্থায়ী নয় কভু মানবের কায় ;
তব অগ্রে আমি যদি ছাড়ি এ ধরায়,—
দেহ-সুখ সম্ভোগিতে,
বাঞ্ছা যদি বাসো চিতে,
কুণ্ঠিত না হবে কভু সমাজ-শঙ্কায় ;—
করিবে বিবাহ পুন আপন ইচ্ছায় ;—

২০৪

কিন্তু পাত্র বিচারিয়া করিবে বরণ,
তব যোগ্য সেই,—বিজ্ঞ ধার্ম্মিক যে জন ;
পরলোক হতে আসি যখন তখন,

তব সুখ নিরখিয়া,
সুখী হবে মম হিয়া,
ভাগ্যবান্ সে জনে করিব দরশন ;
স্মরিবে কি প্রণয়িনি আমায় তখন ?

২০৫

তোমা ছেড়ে পরলোকে যেতে যদি হয়,
তবু জেনো কভু আমি তোমা ছাড়া নয় !—
অলক্ষ্যে চরিব সদা নিকটে তোমার ;
তব ভাবী বিঘ্ন যাহা,
আমি যদি জানি তাহা,
আগেতে সঙ্কেতে দিব সমাচার তার ;—
উপস্থিত বিপদে সাধিব প্রতীকার !

২০৬

নরাঙ্কিত, আকস্মিক উদ্বেগ-স্বপন,
এ সব মানিবে মম সঙ্কেত বচন ;
পতিত-পদার্থ যদি নাহি লাগে গায় ;—
জানিবে আমার করে,
ফেলিয়াছে স্থানান্তরে ;
বিষধর দেখ যদি কাছ দিয়া যায়,—
জানিবে সে দংশিল না মম তাড়নায় !

২০৭

প্রভাতে হাসিব আমি বসিয়া তপনে,
হেরে তব রক্ত-মুখ নব জাগরণে!
দ্বার-রন্ধ্রে রবিকর নয়ন আমার;—
অলস-কলুষ ভরে
বসিবে শয্যার পরে,
চিরদৃষ্ট সে সুষমা হেরিব তোমার;—
বেশভূষা দলিত, গলিত বেণীভার!!!

২০৮

প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি সমীর-শঙ্কায়,
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়,
হেরে উচ্চ রক্ত-শিখা প্রকম্পিত তার,—
জেনো আমি রাগভরে,
বসিয়া সে শিখা পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার!!
নিবিলে জানিবে, খেলা কৌতুক আমার!!

২০৯

সৌধ পরে যখন সেবিবে সমীরণ,
প্রলম্ব-অলকা-পুঞ্জ উড়িবে কেমন!
বাসিবে কপোলে অতি শীত-পরশন,

অঞ্চল চঞ্চল হবে,—
বাতাসের মৃদু রবে,
সকরুণে তোমায় করিব সম্ভাষণ;—
"বাসো বা না বাসো প্রিয়ে বিয়োগ বেদন !!"

২১০

কালের নিষ্ঠুর ক্রিয়া ভুলিয়া যখন,
অবশ নিদ্রায় তুমি ভুঞ্জিবে স্বপন;
তুমি আমি সেই যেন পূর্ব্বের সংসার,
সেই পূর্ব্ব আলাপন,
সেই প্রেমময় মন;—
অলীক ভেবো না হেন মিলনে আত্মার !
আমি কি ভুলিতে পারি প্রণয় তোমার ?

২১১।

চাই না সে স্বর্গ, যথা না পাই তোমায় !
ভুলে কি আমার মন অমর-বালায় !
কোথায় পাইব প্রেম করুণ এমন !
নাই দুখ-লেশ যথা,
করুণা না বসে তথা;—
বেদনা বিহনে কোথা প্রেম আস্বাদন !
অপ্রেমের ভোগ সে ব্যঞ্জন অলবণ !!

২১২

হে মাত ধরণি ! বসি হৃদয়ে তোমার,
সুখে দুখে কিশোরান্ন আহার আমার ;
পরলোক পায়সান্ন নাহি চায় প্রাণ ;
তব ভাল মন্দ যাহা,
আমায় অভ্যাস তাহা,
পরলোক,—পর-লোক সংশয়-নিদান,
বিশেষ তোমায় মম প্রিয়া বিদ্যমান !

২১৩

সব সুখ পারি ধরা ছাড়িতে তোমার,
কেমনে ছাড়িব হায় প্রেয়সী আমার !
স্থানান্তর হতে নারি, যাব লোকান্তর !
হে বিধাত নিবেদন,
এক যোগে দুই জন,
যাই যেন এক স্থানে বসি নিরন্তর ;—
আর হিতাহিত সব তোমায় নির্ভর !

২১৪

আত্মার মিলন রস তুমি কর পান,
প্রাণনাথ ! জন্তু, নল-যন্ত্রের সমান !
হেন রসে অরি হবে না বাসি এমন ;—

কিন্তু না বলিতে পারি,
লক্ষমুদ্রা-অধিকারী,
এক মুদ্রা নাশে ক্ষোভ বাসে কি সে জন ?
বিশেষত কার্য্য তব গঠন ভঞ্জন!

২১৫

হে প্রিয়ে অন্তরে তুমি হৈও না নিরাশ,
পায় না প্রেমীর প্রেম কখন বিনাশ;
কাম, লোভ, কোপ, হেয় বৃত্তি সমুদয়,
এরা চিরস্থায়ী নয়,
দেখ তার পরিচয়,
উদয় হইয়া পুন ত্বরা লয় পায়;
চির-বৃদ্ধি-শীল প্রেম পাই পরীক্ষায়!

২১৬

প্রেম যদি রয়, রবে অবশ্য ভাজন;
আছে ক্ষুধা, নাই অন্ন, না হয় এমন;
দুজনার প্রেমের ভাজন দুই জন;
যে ভাবে থাকিব যথা,
থাকিব দুজনে তথা,
বিশেষ বিশ্বাস ইথে ধরে মম মন;
আশা ছাড়া প্রেম হায় রহে কতক্ষণ!

২১৭

রেখে আশা ভবিষ্যতে প্রণয় অন্তরে,
প্রণয়িনি কাটি কাল পুলকের ভরে ;
সাবধানে কর প্রেম পালন ধারণ;
প্রেমিকের করে ধরা
প্রেম কাঁচা পারা ভরা,
চঞ্চল হইলে তার তখনি পতন !
প্রেম রক্ষা করা প্রিয়া কঠিন এমন !

২১৮

সাগরে তরঙ্গ তত না হয় সঞ্চার,
উঠে যত তরঙ্গ ধরায় ঘটনার;—
জীবে জীবে বিচ্ছেদ ঘটায় সদা যায় ;
রোগ শোক বিড়ম্বনা,
কুলোকের কুমন্ত্রণা,
নিজ সুখ ভ্রমে মন দেহ সুখ চায়;
প্রেমরক্ষা এ সব বিভ্রাটে বড় দায় !

২১৯

শাস্ত্রে বলে জল হতে জন্ম পৃথিবীর;
আপন আক র-দোষে সে চির অস্থির ;
তা হতে অস্থির আরো মানবের মন,—

যতক্ষণ নাই যাহা,
ততক্ষণ প্রিয় তাহা,
ব্যবহার অন্তে তার অতি অযতন;—
হারায়ে ইচ্ছায় পরে পরম শোচন!

২২০

এ হেন জটিল কিছু ধরে এ সংসার?
যোগ্য যাহা মানব-মনের উপমার?
স্বর্গ মর্ত্ত্য নরকে যে কিছু ব্যবস্থিত,
মানবের অভ্যন্তরে,
সে সব বিরাজ করে;—
ভাবিয়া আপন ভাব আপনি বিস্মিত!
গতি, মতি, রীতি, নীতি, বুদ্ধির অতীত!

২২১

এ হেন চঞ্চল যার অন্তর রচিত,
সে জীবে প্রণয় স্থির রয় কদাচিত;
বিশেষতঃ প্রেমে এক অরি আছে আর,—
দুজন দুজনে চায়,
তবু তায় প্রেম যায়,
অপ্রত্যয় সংশয় কারণ প্রিয়ে তার;
নাই প্রেমে হেন আর হেতু যাতনার!

২২২

"মনে ভালবাসে অন্যে, আমায় কথায়,"
এ সংশয়ে প্রেম কভু প্রেমী মারা যায় ;
প্রকাশিতে বাসি চিতে লাজ আপনার !
নিশ্চিত প্রমাণ নাই,
অথচ যে দিকে চাই,
দেখিবারে পাই যথা মনের সংস্কার ;—
পীত নেত্রে যথা পাণ্ডু রোগীর সংসার।

২২৩

প্রাণে গুপ্ত রবি করে প্রাণের দহন,
তরুর কোটর-গত অনল যেমন ;
অতি দুখে নিজ মৃত্যু বাঞ্ছা করে নরে ;
এ যাতনা পেলে প্রাণ,
মরণে না বাসে ত্রাণ ;—
বিঘ্নহীন হবে অরি নিজ মৃত্যু পরে !
অথচ না কিছু রুচি বাঁচিবার তরে।

২২৪

অথচ কি অপরূপ ব্যাপার ধরায়,
সত্য প্রেম যথা, সত্য সংশয় তথায় ;
আত্ম ভাবে পর ভাব তুলে নরগণ ;—

"আমি ভাল বাসি যারে,
সবে ভাল বাসে তারে,
অলৌকিক রূপে আমি বাতুল যেমন,
নিরখিয়া সে রূপ, সেরূপ অন্য জন!"

২২৫

প্রণয়-সংশয়ে আছে অপর কারণ;—
নিজ ত্রুটি জ্ঞাত, যার না হয় পূরণ,
নিশি দিন সংশয়ে জ্বলিবে তার মন!
প্রেয়সীর বাঞ্ছা যাহা,
আমায় না পায় তাহা,
যার কাছে পেতে পারে কাছে হেন জন;
কে না জানে তথা প্রেম যথা প্রয়োজন!

২২৬

হে হেন-অভাগ্য-জন দুখের আধার!
আপন অজ্ঞতা হেতু যাতনা তোমার!
শত ত্রুটি থাকে তব ক্ষতি নাই তায়;—
জান না নারীর মন,
স্বধু প্রেম-পরায়ণ,
প্রেম ভিন্ন রমণী না আর কিছু চায়;—
সে প্রেমে ঢাকিবে তব ত্রুটি সমুদায়!

২২৭

কর অকপট প্রেম রমণীর প্রতি ;—
যদ্যপি জঘন্য হয় তোমার মূরতি,
তথাপি হেরিবে নারী সাক্ষাত মদন
নাহি থাকে ভোগ সুখ,
পায় যদি শত দুখ,
প্রেম সুখে সে সবের রবে না স্মরণ !—
শ্রেষ্ঠ তব রবে না ধরায় অন্য জন !

২২৮

নারী প্রতি অপ্রত্যয় ভারতে যেমন,
আর নাহি লক্ষ্য হয় কোথাও এমন !
"কখন না বিশ্বাস করিবে ললনায়,"
একে একে জনে জনে,
সুধাইলে হিন্দুগণে,
এক বাক্যে এ কথায় সবে দিবে সায় ;—
ছোট বড় বিজ্ঞ অজ্ঞ প্রাচীন যুবায়।

২২৯

আপনার ঘর হয় কারাগার কার ?
এ প্রহেলি উত্তর—"হিন্দুর মহিলার !"
কেন না বাহিরে যেতে অধিকার তার ?

আত্মীয়-পুরুষ সনে,
কেন বাধা আলাপনে ?
কেন দোষ স্বামী সনে স্বাধীন ব্যভার ?
কেন অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত ভাব তার ?

২৩০

"স্বাধীন ব্যভারে হবে স্বভাব দূষিত,"
হায় হায় হেন ভ্রম অজ্ঞের উচিত !
বান্ধা-জল স্রোত-জল দেখেছে যে জন,
সে জেনেছে পরীক্ষায়,
কে আগে বিকার পায় ;
বহু দোষ তথা যথা বহু আবরণ !
কে দেখে উৎসুকে তত বিমুক্ত বদন ?

২৩১

মানব সম্ভাষ আশ মানবে কেমন !
সে জেনেছে যে বসেছে বিজনে কখন।
স্বাভাবিক আসক্তি রোধিবে সাধ্য কার ?
যদি রোধ কর তার
উচিত প্রচার দ্বার,
গোপনে কুটিল পন্থা করিবে প্রচার !
ক্ষত পথ-নিরোধিত ব্রণের প্রকার।

২৩২

তরু-ফল বৃদ্ধি পায় বসন বেষ্টনে,
কামিনীর কেশ বাড়ে কবরী বন্ধনে
অনল সবল, পেলে ভস্ম আবরণ,
ঝড়ে বন, নাড়ে যত,
তরু বদ্ধমূল তত,
সেতুর বাধায় হয় স্রোতের গর্জ্জন,
প্রতিরোধে প্রকৃতির প্রভাব বর্দ্ধন !!

২৩৩

প্রহার করিলে শিশু হবে সুশিক্ষিত,
সতী রবে রমণী রাখিলে আবরিত,
অজ্ঞ চিত এ সকল ভ্রমের ভাণ্ডার !
দৈত্য-শির-বিরাজিতা,
পেটিকায় নিরোধিতা,
ভাবো মনে সে ললনা আরব্য-কথার ;—
বুঝো মর্ম্ম স্মরি তার অঙ্গুরীর হার !!!

২৩৪

হেন দৈত্য-সম হয় আচরণ যার,
হেন দৈত্য-সম সে ভাজন বঞ্চনার !
আত্মীয় নিকটে অবগুণ্ঠন লম্বিত,

পথ দিয়া চলে যারা,
পরিচিত আছে তারা,
সে নারীর মুখ বুক কেমন রচিত !
গবাক্ষের দ্বার তার চির বিকশিত !

২৩৫ ;

অজানিত অশিক্ষিত ভৃত্য হেন জন,
তার সনে করে বধূ হাস্য আলাপন,
আত্মীয়ের সম্ভাষণে বাধা সুধু তার !
প্রথম ঋতুতে ঢোল,
হুলাহুলি মহাগোল ;
ধন্য ধন্য বাঙ্গালীর লাজের প্রকার !!
কোথা আছে হেন বিসদৃশ ব্যবহার ?

২৩৬

সদা রক্ষণীয়া বটে রমণী ভর্ত্তার,—
সে রক্ষার মূল শিক্ষা স্বীয় ব্যবহার ;
হিতাহিত পাপ পুণ্য বুঝেছে যে জন,
স্বামী যার শুভাচারী,
শুভাচারী সেই নারী ;
আত্ম দোষী বৃথা করে নিগড় বন্ধন,
সে নিজ পাপজ মাত্র শঙ্কার লক্ষণ।

২৩৭

পাখী পালে যারা তারা জানে বিবরণ,
পোষমানা পাখী নাহি করে পলায়ন,
অবাধ্য নিরুদ্ধ পাখী নিয়ত চঞ্চল!
দম্পতীর প্রীতি যথা,
স্বাধীন ব্যভার তথা,
ঘটাইতে কভু নাহি পারে অমঙ্গল;
হিন্দু জনপদে হায়! সে প্রীতি বিরল!

২৩৮

মনে মনে অতি ফাঁক জায়ায় ভর্ত্তায়,
হেন সব বাহিরের আঁটা আঁটি তায়!—
হিন্দু দেশ ভাক্ত তায় হত হয় হায়!
একে নারী অশিক্ষিতা,
কুনিয়মে বিবাহিতা,
ব্যভিচারী পুরুষ এ দেশে সব প্রায়!
কার সাধ্য সতী রাখে বলে অবলায়?

২৩৯

সতীত্ব সুধু কি হয় ধর্ম্ম রমণীর?
সতীত্ব কি ধর্ম্ম নয় পুরুষ জাতির?
উভয়ে সমান গণ্য পাপ ব্যভিচার।

পুরুষেরা অকাতরে,
কেন ব্যভিচারে তরে ?
কেন ধৃত দোষ সুধু হয় ললনার ?
নাহি বুঝি সংসারের কেমন ব্যাভার !

২৪০

কি হেতু পুরুষ হেন গৌরব-ভাজন ?
কি হেতু ললনা হেন জঘন্য গণন ?
চাই বটে উভয়েতে বিশেষ ইতর ;—
তথাচ না যোগ্য হেন,
এক জন রাজা যেন,
অন্য জন তার যেন বর্ব্বর কিঙ্কর !
কি লাজ পীড়ন হেন অবলার পর।

২৪১

কবে হায় ধরা হতে হবে অন্তরিত
সে নিয়ম, কেবল যা বলের স্থাপিত !
ন্যায়-প্রেম-পর কবে হবে নারী নর !
কবে পরস্পর প্রতি
ব্যবহারে হবে মতি,
আপনার প্রতি যথা চায় পরস্পর !
কবে হবে সকলে স্বভাব-পথ-চর !

২৪২

হায়! কেন এমন, না কিছু বুঝা যায়;—
প্রেম মাত্র যে জীবের সুখের উপায়,
প্রেমে জন্মে প্রেমে যার জীবন বাঁচায়,
উন্নতি বিচারি যার,
প্রেম দেখি মূলাধার,
সে জীবে লালসা কেন পরের পীড়ায়;
বিসদৃশ দৃশ্য হেন স্বভাবে কোথায়!

২৪৩

নখ শৃঙ্গ স্বাভাবিক শস্ত্র নাই নরে,
জীঘাংসুক জীবে যায় যুঝে পরস্পরে;
কি সুখে কি দুখে একা থাকিতে না চায়;
শুধু একতার বলে,
একাধিপ ধরাতলে;
আর সব জীববর্গ কিঙ্করের প্রায়;
একা হলে এক দিন প্রাণে বাঁচা দায়;

২৪৪

হেন নর চরিত্র চর্চ্চিয়া বিশেষত,
পাই অভ্যন্তর তার দ্বেষ-ভাবে রত;—
পিতা পুত্র পতি পত্নী সোদরা সোদর,

সবে পরস্পর প্রতি,
অন্যায় পীড়নে মতি ;—
স্নেহভাব যার, সে নিশ্চিত স্বার্থপর !
হায় অকপট প্রেম ! কোথা তব ঘর !

২৪৫

যে যার আয়ত্ত, করে তারে সে পীড়ন ;—
পীড়ন এ পৃথিবীর প্রভুত্ব লক্ষণ !
পরদুখ নিজে নাই ভাগ্য বাসি তায়,
আপনার দুখ যাহা,
পরে যদি পাই তাহা,
সে উদাহরণ হয় প্রবোধ উপায় ;—
কিন্তু মরি হেরি পর-সম্পদ হিংসায় !

২৪৬

রমণীয় যন্ত্র হেন মানব রচিত !—
হায় কোন এক তা'র কিলক গলিত !
নতুবা সম্ভব কিসে এ হেন বিকার ?—
পূর্ণ রূপে প্রয়োজন,
কভু নয় সম্পাদন ;
আছে কি এ হেন শিল্পী ধরাপরে আর,
যে করিতে পারে হেন যন্ত্রের সংস্কার ?

২৪৭

হে শোভিতা শ্যামলা সফলা বসুমতি !
বিদরে হৃদয় ভাবি তোমার কথায় ;
বনস্পতি ঔষধি মধুর ফুল ফল ;
মধুময়ী স্রোতস্বতী ,
মধুর ঋতুর গতি ,
যত কিছু ধর তুমি মধুর সকল ;
অমঙ্গল মূল মাত্র মানব কেবল !

২৪৮

প্রবঞ্চনা, অনাদর, তাচ্ছিল্য, পীড়ন,
কোপদৃষ্টি, কটু বাক্য, তাড়ন, বন্ধন,
হায় হায় কবে যাবে এ সব তোমার !
ভুজঙ্গে দংশিলে পরে,
হয় ত্বরা প্রাণে মরে,
না হয় ভেষজ-বলে পায় প্রতিকার ;
নরে নর দংশিলে ঔষধ নাই তার !!!

২৪৯

নরের পীড়নে নর কাতর যখন,
পারো কি ধরণী ব্যাথা হরিতে তখন !
ফুল্ল-ফুল-সৌরভ বা মধুর মলয়,

যে কিছু মধুর তব,
অতি তিক্ত হয় সব,
কিছুতে শীতল নয় তাপিত হৃদয় !—
চায় মৃত্যু—মৃত্যু তার আজ্ঞাকারী নয়।

২৫০

হায় হায় বিচিন্তিয়া কম্পিত অন্তর !—
শ্বাপদে শ্বাপদ হেন নরে হানে নর !
নিবিড় নিশীথে আসি দস্যু বধে প্রাণ !
সৈন্যদলে পরস্পরে
রণভূমে মারে মরে !
সংগোপনে ভোজনে শত্রুর বিষ দান !
হা অবনী কে অভাগা তোমার সমান !!

২৫১

এ সকল হয় চিতে যখন স্মরণ,
দুঃস্বপন হেন মানি মানব-জীবন ;
অথবা যামিনী যেন ঘোর ঝটিকার,
সমাধান শীঘ্র যত,
সুমঙ্গল মানি তত ;
হেরি ধরা যেন ধূম-পূরিত আগার,
নই সুস্থ যাবৎ না করি পরিহার !

২৫২

হে প্রেম করুণাপতি আনন্দ কেতন
এসো এসো ধরা পরে দেহ দরশন!
তোমা বিনা কে হরিবে যন্ত্রণা সবার?
বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি যত,
নরে নর দ্বেষী তত,
সভ্যতা প্রসূতি হায় দেখি খলতার!
হৃদে হলাহল, মুখ মধুর আধার!

২৫৩

দয়া দ্বেষ দোঁহে জন্মে নিজ-নিকেতনে,
ক্রমশ সঞ্চরে পরে বাহিরে ভুবনে;—
স্বজনে যে প্রেমী নয় সে কি হয় পরে?—
দম্পতি বিরুদ্ধ যথা,
পূর্ণ পরিমাণে তথা,
কখন না হয় স্নেহ সন্ততির পরে!—
কেমনে তা দিব পরে নাই যাহা ঘরে!

২৫৪

অতএব সযতনে নরনারীগণ!
দাম্পত্য-প্রণয় লাভে লুব্ধ কর মন;
অকপট প্রেম যদি হয় ঘরে ঘরে;—

শত্রু মিত্র বা উদাসী
প্রতিবাসী ধরাবাসী,
ক্রমে সবে সেই প্রেম সঞ্চারিবে পরে;—
প্রবাহিত নদী যথা জন্মিয়া নির্ঝরে।

২৫৫

প্রতিগৃহ যদি প্রেম-নিকেতন হয়,
কেন প্রেম তবে না রটিবে ধরাময়?
কখন নির্দ্দয় নয় প্রেমিকের মন;—
বহ্নি আর বারি যথা,
প্রেম নিষ্ঠুরতা তথা,
একাধারে নাহি রয় উভয় কখন;—
প্রেমিকের সব জনে প্রেম আচরণ।

২৫৬

মকরন্দ-পূর্ণ অরবিন্দ সুকোমল,
সুকোমল সুরসাল কমলার ফল,
কোমল প্রভাত-তারা অমল তরল,
প্রবালের আভা ধারী
কোমলা নবীনা নারী,
আরো সুকোমল তার কপোল যুগল,
এ হতে প্রেমীর প্রাণ অধিক কোমল!

২৫৭

সংসার-কলহ দূরে কর পরিহার,
ছেড়ে দেও প্রলোভন বিষয়-সুরার,
প্রেমিক হও হে প্রিয় বান্ধব আমার,
প্রেমিক হও হে তুমি,
প্রেমময় হবে ভূমি,
নবীন তৃতীয় নেত্র ফুটিবে তোমার,
হেরিবে পৃথিবী পরি-পুরীর প্রকার।

২৫৮

এই রবি শশী তারা, এই স্থল জল,
এই তৃণ তরু লতা, এই ফুল ফল,
এই জীব জন্তু, হবে আত্মীয় তোমার ;—
নয়ন ফিরাবে যথা
নব নব শোভা তথা
প্রতিক্ষণে নয়নে হেরিবে অনিবার ;—
অকারণে নয়নে ঝরিবে অশ্রুধার।

২৫৯

সুখের সে রোদন কোমল বেদনায়,
যাতনার জ্বলন্ত দংশন নাই তায়,
পাপ কঠোরতা মাত্র হবে বিগলিত ;—

চিত তব পট প্রায়,
অশ্রু ক্ষার-জল তায়,
ঘুচাইবে সব তার কলুষ সঞ্চিত ;—
ভাবের পুত্তলি চারু ফুটিবে চিত্রিত।

২৬০

"রে অভাগ্য নর তুমি করিবে রোদন!"
এ অদৃষ্ট-লিপি তব না হবে খণ্ডন ;—
ইচ্ছায় না কাঁদিলে কাঁদিবে অনিচ্ছায় ;
বসন্ত আময় যেন,
রোদন স্বভাব হেন,
আবাহন ভাল তার আপন চেষ্টায় ;—
আপনি আসিলে হয় প্রাণান্তিক দায়।

২৬১

প্রেমে পরতরে সুখে নাহি কাঁদ যদি,
নিজ তরে কেঁদে দুখে বহাইবে নদী ;—
পরতরে কাঁদিলে, কাঁদিবে ফিরে পরে ;
কাঁদিবে আপন তরে,
হেরিয়া হাসিবে পরে ;—
এ হতে লাঞ্ছনা আর কি ঘটিবে নরে!
অতএব অশ্রু ত্যাগ কর পরতরে।

২৬২

যত কিছু উপদেশ বর্ণিত হেথায়,
হে প্রাণ-প্রতিমা সব শিখেছি তোমায় ;
আমি স্বতঃ কুমতি কুপন্থা-পরায়ণ ;—
পাপ-রোগে এত দিন,
হইতাম অতি ক্ষীণ,
কিম্বা লভিতাম অতি দুর্গতি-মরণ !
তুমি মম আরোগ্য আরাম সংশোধন।

২৬৩

আত্মার স্বাধীন গতি প্রেম নাম তার ;
সে প্রেম ধরায় মাত্র প্রেয়সী তোমার ;
জননীর গুরু প্রেম স্বভাব-বেদন ;—
কলেবরে ব্যথা যথা,
স্বতঃ কর যায় তথা,
তায় না বলিতে পারি ইচ্ছার মনন।
নেত্র পীড়া ভরে যথা সহজ রোদন।

২৬৪

বাক্যে গুণ বলে তব সাধ্য হেন কার !
যে যা বলে, সেও প্রিয়া, শিখান তোমার ;
কঠোর শাসন তব যতন লালন ;

পরম প্রণয়-দাত্রী,
পরম প্রণয়-পাত্রী,
ভব-ভোগ-সুখের ভাণ্ডার বিরচন!
স্বর্গপথ-দর্শী সঙ্গী অগ্রগামী জন।

২৬৫

যে কিছু রহিল ত্রুটি করিতে বর্ণন,
নিজ প্রেমগুণে প্রিয়া, করিবে পূরণ;
অবয়ব-রেখা মাত্র রহিল অঙ্কিত;—
নিজ নিজ কল্পনায়,
যোগ্য বর্ণ যোজনায়,
ভাবুকে করিবে পট পূরিত রঞ্জিত;—
প্রিয়তমা-মূরতি, যেমন মনোনীত!

কলিকাতা—গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮৯।

কলিকাতা—বাগবাজার :

১০ই ফাল্গুন—১২৭৮। ২১এ ফেব্রুয়ারি—১৮৭২।
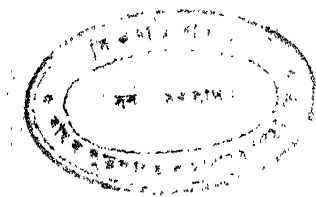
কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

জন্ম—১২৪৪ বঙ্গাব্দ।] [মৃত্যু—১২৮৫ বঙ্গাব্দ।

জীবন-কাল—৪০।১।৯

সুরেন্দ্রনাথ ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ২৫এ ফাল্গুন বুধবারে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহাঁর পিতার নাম প্রসন্ননাথ মজুমদার;—যশোহর-বিভাগে ভৈরব-নদের তটবর্ত্তী জগন্নাথপুর, জন্মভূমি। ইনি ভট্টনারায়ণসম্ভূত, রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, ও পিতামাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিকটে বিদ্যালয় ছিল না, এ জন্য বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা লাভ হয় নাই। পরন্তু, গৃহ-শিক্ষার কুশলতা হেতু, জন্মান্তরীণ স্মৃতির ন্যায় সত্বর ইহাঁর বুদ্ধিবৃত্তি জাগরূক হইয়াছিল। আট নয় বৎসর বয়সে সুরেন্ পরিষ্কার অক্ষরে চিঠীপত্র লিখিতেন ও জনৈক প্রতিবেশী আত্মীয়ের নিকট পার্সি পড়িতেন। তিনি মুগ্ধবোধসূত্র ও হিতোপদেশ প্রভৃতি কতিপয় নীতিগ্রন্থও কিছু কিছু অভ্যাস করেন। ১২৫৩ সালে তাঁহার গুহাচার্য্য পিতামহ পরলোক-যাত্রা করেন ও কবি কর্ত্তৃপক্ষ-বিরহিত হয়েন;—যেহেতু ইতিপূর্ব্বে জীবনের সপ্তম বর্ষে (১২৫১সালে) তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন। এই সময়, সুদূর

প্রস্থিত এক মাত্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁহাদের জন্য অর্থচিন্তা করিতেন। সুতরাং সুরেন্দ্র অগত্যা সংসার বহনার্থ শির নত করিতে বাধ্য হয়েন। অন্যত্র ইহাতে অপকার হইতে পারে, কিন্তু কবি বিষয়-বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক-চিত্ত-চর্চ্চার সুযোগ পান। তিনি সদ্ভাব ও সদাচার-রত এবং বিনয়-নম্র-তায় বিভূষিত ছিলেন। রহস্য ও সঙ্গীত-প্রিয়তাও তাঁর কৈশোর-চরিতের কোমল ক্রিয়া। বিশেষ, কার্য্য-কুশলতার সহিত বৈষয়িক-বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন ছিল, তজ্জন্য কিশোর বয়সে এরূপ লোকানুরাগ বা যশোলাভ করিয়াছিলেন, যাহা অন্যত্র অসুলভ বলিয়া বোধ হইতে পারে।

একাদশ বর্ষে (১২৫৪ সালে) সুরেন্দ্রনাথের বিধিবৎ উপনয়ন হয়। ১২৫৫ সালে কলিকাতায় আসিয়া "ফ্রি চর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে" (Free Church Institution) তিনি প্রথম ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হয়েন;—কিন্তু কয়েক মাস পরেই "ওরিএণ্টাল সেমিনারী" (Oriental Seminary) স্কুলে নিযোজিত হইয়া অখণ্ড তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। সত্য, সুরেন্ প্রতিভা-প্রদত্ত-সুবোধ ছিলেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার বল পাইয়া উষাশোধিত বালার্কের ন্যায় উদয়শীল হয়েন। শিক্ষাগারে স্ব-শ্রেণীর শীর্ষস্থলে তাঁহার অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইত। পীড়িত হইলে সহাধ্যায়ী ও অধ্যাপকগণ আত্মীয়বৎ ক্ষুণ্ণ ও কেহ কেহ বা সেবারত হইতেন। উচ্চ শিক্ষা-শিখরে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দ্রুতগতি দ্বারা তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। সময়ের অপব্যয় ছিল না, অনুশীলনেও শ্রান্তিবোধ ছিল না। কবি স্বভাবতঃ মৈত্রীমুগ্ধ ছিলেন। কলিকাতায় অল্পকাল মধ্যে, তাঁহার বিস্তর বিদ্যামোদী বন্ধু লাভ হয়;—সকলেরি প্রিয়সখা, জ্ঞানগুরু, ও সম্ভ্রমভাজন ছিলেন। যে উন্নত কবি-কীর্ত্তি তাঁহার উত্তর জীবনের উচ্চ

গৌরব ও পরম সৌন্দর্য্য সাধন করে, এই সময়ে তাহার অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইল। তাঁহার সুধাসিক্ত লেখনী শুভক্ষণে ঈশ্বরের মহিমা-গীত গাইয়া প্রকৃতির ঋতু-পর্য্যায়* চুম্বন করিল। তাঁহার "উষা" "স্বপ্ন" "ঈশ্বরপরায়ণের মৃত্যু" প্রভৃতিও মার্জ্জিত চিন্তার পরিচায়ক। ক্রমে "টেলিমেকস্" ও "রোমান ইতিবৃত্তের" কিছু কিছু গদ্যানুবাদ পরীক্ষিত হয়, ইহাও পরিমিত ও প্রাঞ্জল হইয়াছিল।

ভাষা বোধগম্য হইলে, সুরেন্দ্র ইংরাজী-সাহিত্য-সাগরে সন্তরণ করিতেন;—সাহায্য চাহিতেন না। এইরূপে কলিকাতায় যখন তিনি সারস্বত-প্রেমে আত্মবিস্মৃত, দেশে ব্যাপক কালের অনুপস্থিতি তাঁহার সাংসারিক সাম্য শিথিল করিয়াছিল। ১২৫৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশে তিনি নৌকাযোগে স্বদেশ যাত্রা করেন। ৩রা জ্যৈষ্ঠের মহা ঝড়ে যান জলমগ্ন হয়;—যাত্রিগণ কষ্টে রক্ষা পাইয়া দেশে উপস্থিত হয়েন। এবার কলিকাতায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হইয়াছিল;—কিন্তু বিদ্যানুশীলনের বিরতি ছিল না।

আমাদের স্মরণ আছে, যখন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, কবি তখন দেশীয়-বিদ্যা-বন্ধু হেয়ার সাহেবের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত ছাত্র। দুই জন প্রধান শিক্ষক তাঁহার শুভানুধ্যায়ী। কিন্তু অনেকে জ্ঞাত আছেন, বিদ্যালয়ের পরকীয় ও সীমাবদ্ধ শিক্ষা লাভে ইঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না;—গৃহে নিয়ত স্বাধীন চর্চ্চা দ্বারা গভীর জ্ঞান আত্মসাৎ করিতেন। এই জ্ঞান কেবল পুস্তক-গত নহে, তিনি অনুসন্ধান-শক্তি ক্ষুণ্ণ

---

* "ষড়্‌ঋতু-বর্ণন" কোন বন্ধু কর্ত্তৃক মৃজাপুর বিশ্বাস কোম্পানীর যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এখন উহা আর পাওয়া যায় না।

করিয়া অন্ধ বিশ্বাসকে সংস্কারস্থ করিতেন না। তাঁহার নিকট পুনঃপুন শুনিতে পাওয়া যাইত, "শুধু গ্রন্থ দেখিয়া লাভ কি? সংসার দর্শন কর, অন্যবিধ সংস্কার উদয় হইবে।" এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ একাই তাঁহাকে বিষয়-জ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিল, কি প্রথম-পরিচিত বিষয়-বিজ্ঞানই তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার প্রবর্ত্তক, স্পষ্ট বলা যায় না;—অথবা পরস্পর পরস্পরের আমন্ত্রক ছিল। সুরেন্ প্রথম তিন ও সম্প্রতি দুই, এই পাঁচ বৎসর মাত্র বিদ্যালয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন;—আর না।

১২৬৩ সালের শীত কালে স্বাস্থ্য-লাভ-জন্য কবি স্বদেশে অবস্থিতি করেন। সেই সময় "শীতঋতু বর্ণনে মানভঞ্জন" প্রভবিত হয়। সীতার বিবাহ নাট্যে পরিণত করিবার জন্য দৃশ্য বিভাগ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ইহার উপেক্ষায় "দময়ন্তী" নাটক সম্ভবিত হইয়াছিল। পর বৎসর (১২৬৪ সালে) ইহাঁর মাননীয় জ্যেষ্ঠতাত* জীবনলীলা সংবরণ করেন; ও কবি সম্যক্ রূপে অকর্ত্ত-রক্ষিত হয়েন। অচিরাৎ অপরিহার্য্য আর্থিক অনটন উপস্থিত হয়, সুতরাং ঋণ-ভার বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অতএব তাঁহাকে বিদ্যার বিনিময়ে অর্থাগম জন্য যাত্রিক হইতে হইয়াছিল।

১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে আত্মীয়গণ ও পাত্রীপক্ষের উদ্‌যোগে সুরেন্দ্রনাথ দারপরিগ্রহ করেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ পূর্ণ

* কবি স্ব-রচিত "বিশ্ব-রহস্য" গ্রন্থে "নর-নারীর আশ্চর্য্য গতি" প্রবন্ধে যে সিদ্ধ ভিষকের উল্লেখ করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠতাতকে লইয়া অগত্যা তাঁহারই শরণাপন্ন হয়েন। "বিশ্ব-রহস্য" প্রাকৃতিক ও লৌকিক রহস্য সন্দর্ভ। ১৯১৬ সম্বতে নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রণেতার নাম নাই।

হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে তিনি অপস্মার-রোগাক্রান্ত হয়েন ;— বারংবার ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, কিন্তু পীড়ার যাপ্য ভাব বিদূরিত হইল না। বৎসরের শেষ ভাগে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচারিত হয়, কবি তাহার "মঙ্গল ঊষা" নাম ও প্রচার-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লেখক হয়েন। কলিকাতাবাসী কোন সাহিত্য-বান্ধব উহার ব্যয়বাহী ও প্রকাশক ছিলেন। ইহার জন্মখণ্ডে পোপের "টেম্পেল অব ফেম্" ("Temple of fame") "যশোমন্দির" নাম প্রাপ্ত হয়। তাহার শিরোভাগে এই মহার্থ পদদ্বয় সন্নিবেশিত ছিল। যথা—

"যামিনী প্রলয়রূপা সুষুপ্তি মরণ,
স্বপ্ন মাত্র জীবনের সুরম্য স্মরণ।"

অনন্তর "প্রতিভা" (১) ও "কবি প্রশংসা" (২) প্রভৃতি প্রবন্ধ সকলও কবির প্রকৃত প্রতিভার ঘোষণা-পত্র। এই সকল উপকরণ-সহ তিনি

---

(১) "প্রতিভা" (Genius) গদ্য প্রবন্ধ। "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" পত্রিকার শেষবর্ত্তী কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম নাই।

(২) "কবি-প্রশংসা" অতিসুন্দর কবিতা। দুঃখের বিষয়, আমরা কবির রচনা ভাণ্ডারে এ রত্নটি এখন দেখিতে পাই না। আমাদের স্মৃতি-সংগৃহীত তাহার দুই এক স্থল এখানে প্রকটিত হইল মাত্র।

"সুন্দর এ সৃষ্টি, বিধি করি সম্পাদন,
ভাবিলেন,শোভা বোধ করে কোন্ জন।

কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, "মঙ্গল ঊষা" সম্বন্ধে সম্পাদক, তাঁহার মতের বিস্তর বিপর্য্যয় করিয়াছেন, কার্য্য চালনারও সুপ্রণালী নাই ;—

যেমন এ চিন্তা তাঁর মানসে উঠিল,
মানস হইতে এক কুমার জন্মিল।
বাগ্‌-বাণী সযতনে অঙ্কেতে লইয়া,
পালিলেন সে নন্দনে স্তন-সুধা দিয়া।
কল্পনা-দর্পণ দেবী দান দেন তায়,—
সমুদয় প্রকৃতির প্রতিবিম্ব যায়।
স্থাপিলেন আনি পুত্রে সংসার ভিতর,
নর-কুল-গুরু যিনি, কবি নাম ধর।
যাঁহার কোমল গীত লোল স্বর ভরে,
বাণী-স্তন-পীত সুধা, বাক্য সহ ঝরে!

* * *

লেখনী লিখন-পত্র কিম্বা মস্যাধার,
হয় নাই অবনীতে যখন প্রচার,
দর্শনের জনক জননী দুই জন
জন্মে নাই,—তর্কশক্তি, বিবেক, যখন,
যে কালেতে কাল—পতি, ঘটনা—রমণী
শিশু ছিল,—ইতিবৃত্ত জনক জননী,
জন্মে নাই বিজ্ঞান যখন অবনিতে,
কবির প্রভুত্ব পদ তখন হইতে।

কে করিত মানবের মহত্ত্ব স্থাপন,
কাব্য-কল্পতরু কেবা করিত রোপণ ;—

তিনি বিরক্তির সহিত "মঙ্গল উষার" মঙ্গলাশা পরিত্যাগ করিলেন, আর উৎসাহ দান করিলেন না। কিন্তু লেখক নিরাশ না হয়েন, এ জন্য দৈব-

---

ঐশিক যাহার বীজ, জন্মে দৈববলে,
সত্য মূল, শোভা যার অলঙ্কার দলে।

*　　　*　　　*

সামান্য কমল ফুল সরসীর জলে,
"পদ্মফুল" নাম যার সাধারণে বলে,
"মধুময়ী রূপসী নলিনী রসবতী,"
কবি বিনা কে ভাষে এ মধুর ভারতী।
দেব-দিব্য-চক্ষে হেরি মূর্ত্তি প্রকৃতির,
প্রেম-মোহে মুগ্ধমতি কবি প্রণয়ীর।
শশী মুখ-শশী যার অম্বর—অম্বর,
প্রদোষ-প্রভাত-তারা আঁখি শোভাকর।
নিশ্বাস সমীর বহে, তারা হীরা-হার,
মেদিনী-নিতম্বে শুভ্র-সিন্ধু-কাঞ্চী যার!

রাশিচক্রে দ্বাদশাঙ্কে ব্যোম-ঘটিকায়
যাবৎ ঘুরিবে রবি শশী কাঁটা তায়,—
যাবৎ গরজি ঘোর প্রলয় বাত্যায়,
আছাড়িয়া আকাশে না ভাঙ্গিবে ধরায়,—
গ্রহরাশি নাদিয়া বিলাপি ঘোর স্বরে,
যাবৎ না হবে পাত উন্মাদ-সাগরে,—
যাবৎ প্রকৃতি নাড়ী কিঞ্চিৎ নড়িবে,
কবি-যশো-রবি দীপ্ত তাবৎ রহিবে!"

প্রদত্ত আনুকূল্যের ন্যায় একখানি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক-পদে নির্ব্বাচিত হইলেন। পক্ষান্তরে, এই উপলক্ষে বিখ্যাতনামা ভূম্যধিকারী প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার বিদ্যাবত্তা দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু কবির সহবাসিগণ বলেন, পূর্ব্বোক্ত পদটি অ-চেষ্টা-সুলভ,—আদি, সুতরাং অকৃত্রিম ও দৈবানুকূল;—অবলম্বিত পদ তাহার ছায়া বা প্রতিযোগিতা মাত্র। সম্পাদকের কার্য্য স্বীকার করিলে প্রতিভা-অর্জ্জিত জীবিকা লব্ধ হইত,—অদম্য প্রকৃতির স্বাধীনতা রক্ষিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি ইচ্ছা করিয়া নিজ সৌভাগ্য স্রোতের সহজ গতি নিরোধ করিয়াছিলেন আমরা বলিতে পারি না, সুতরাং ভবিতব্যই তাঁহার বুদ্ধিকে ত্রুটিশীল করিয়াছিল। যাহা হউক, লোকবৃত্তি পরিশীলনেও তাঁহার উন্নত অধিকার জন্মিয়াছিল,—সুচতুর বুদ্ধিশক্তি কার্য্যক্ষেত্রে আশু কৃতকার্য্যতা প্রদান করিত, অতএব অবলম্বিত পদে অবিলম্বে যশোলাভ করেন। এই নিয়োগ পোষ্টার চরমকাল (১২৭৫ সাল) পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। পরন্তু, এত দীর্ঘকালের ইতিবৃত্ত এই কথায় নিঃশেষিত হইল না, কবির জীবন-প্রবাহের কতিপয় উত্তাল উর্ম্মি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট আছে;—পাঠক অবহিত হও।

পর বৎসর (১২৬৭। বৈশাখ) সুরেন্দ্রনাথের সহধর্ম্মিণী অকালে মৃত্যুগ্রাসে নিপতিতা হয়েন। ইহাতে তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই সত্য, কিন্তু অতীব ব্যথিত হইয়াছিলেন। দৈবের আকস্মিক অব্যর্থ লক্ষ্য প্রসারিত বক্ষে ধরিলেন, কিন্তু আঘাতে ভগ্নহৃদয় হইবেন বিচিত্র কি? কোন মিত্র এই অপূর্ণ-মনোরথ-বিগতার কতিপয় অন্তিম স্মৃতির

আলোচনায় আক্ষেপ করিতেছিলেন, কবি "শ্মশান"* শীর্ষক নিজ রচনার একটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। যথা—

"ওখানে গগনে কা'ল ছিল এক তারা,
কে জানে কেমনে আ'জ কোথা হ'ল হারা ?
বারিধি-বিপুল-কূলে বালুকা বিস্তার,
কে জানে কোথায় গেল এক কণা তার ?"

সুরেন্দ্রনাথের প্রেমভাব পরম পবিত্র,—সকল শ্রেষ্ঠ মনো-বৃত্তির নেতার ন্যায় সজীব ছিল। কবির হৃদয়-বিদেরা বলেন, এই সহজ-প্রেম-পরতন্ত্রতা, চিরদিন তাঁহার পরম সুখ সম্পাদন করিয়াছিল। কোন রহস্য-প্রিয় সঙ্গী, সুরেন্দ্রকে "বর্ত্তমান শতাব্দীর গৌরাঙ্গচন্দ্র বলিতেন;—" কেবল কান্তি-সাদৃশ্য জন্য নহে, তাঁহার প্রেমমধুর—ভাবগভীর লোক-লীলাও এ কথার পোষকতা করিত। যাহা হউক, আমরা উপরে ইহাঁর সাংসারিকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি,—বক্ষ্যমাণ প্রেম-ভাবের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, বিচার্য্য নহে। কিন্তু ইহ-সংসারে সর্ব্বত্র দাম্পত্য-কৌশল তদ্দ্বয়ের পরিপোষণ করে;—অতএব পত্নী-নিধনে কবির সাংসারিকতা ও প্রেম যুগপৎ নিরাশ্রয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। তিনি চির-অভ্যস্ত সুহৃৎ-সহবাসের স্বল্পতা সাধন করিলেন,—আদরের বিষয় কর্ম্মেও আর আস্থা রহিল না। ফলতঃ, এই দৈব-বিড়ম্বনার ব্যবধান

---

* এই প্রবন্ধে নবরসের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় "হাস্যরস" তত উজ্জ্বল নহে।

হইতে ক্রমে ক্রমে যখন তাঁহার মনের ভাবান্তর হইতেছিল, তৎকালে পোষ্টার গ্রন্থাগারে দুইটি নূতন সঙ্গলাভ হয়। প্রথম পরমহংস (১), দ্বিতীয় মৌলবি সাহেব (২); উভয়ই অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। কবির সঙ্গীত-অভিজ্ঞতা অনুক্ত নাই,—যাহার আতিশয্যে সেতার অভ্যাস এবং উন্নতি-কাম হইয়া মৌলবির বাসায় যাতায়াত করিতেছিলেন;—যে স্থল সুরা ও বারাঙ্গনার রঙ্গ-ভূমি বলা যাইতে পারে। স্বরূপতঃ ঘনিষ্টতা বদ্ধ হইলে, বান্ধবের গুণের সহিত কতিপয় দোষও তাঁহাতে সংক্রমিত হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম স্থলে জয়-দেবের ন্যায়, আমাদের দুর্ব্বল-লেখনী বিরাম লাভ করিল। কবির নিরপেক্ষ লেখনী অবতারিত হইয়া সত্যের অনুসরণ করিবে, পাঠক! উদগ্রীব হইয়া দেখ।

---

(১) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ শান্তির সমকালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কাশ্মীরাদি সীমা প্রদেশ দেখিয়া যখন কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন, তৎকালে এই পরমহংস বিপন্ন হইয়া নিরুপদ্রুত বঙ্গদেশ উদ্দেশে পলায়ন করেন। কাশীধামে পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস পরম পণ্ডিত, বেদবেত্তা ও একেশ্বর-বাদী।

(২) মৌলবি দিল্লীর সম্রাট্-মান্য সায়দ-বংশীয়। অতিতীক্ষ-বুদ্ধি-সম্পন্ন সুপণ্ডিত। আরব্য, পারস্ত, উর্দ্দু প্রভৃতি যাবনিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি, এবং ইঙ্গরাজিও কিছু কিছু জানা ছিল। দর্শন ও সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু ঘোর নিরীশ্বর-বাদী।

এই অসাধারণ ব্যক্তিদ্বয় ঠাকুর বাবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। হস্তে কোন কার্য্য ছিল না, অথচ তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পুরস্কারে প্রচুর বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। পণ্ডিতদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলেই তর্ক-যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইতেন, যাহা কবির গভীর মধ্যস্থতা ভিন্ন নিষ্পত্তি হইত না।

কবি এই সময়ে রঙ্গপুরস্থ তাঁহার বন্ধুকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার দুই এক স্থল এখানে গৃহীত হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

কলিকাতা।

১২৬৮।১০ই আশ্বিন।

"দেশ-হিতৈষিতা ন্যায়পরতা ও করুণা এ সমস্তই গুণাভিধেয়;—পরস্পরকে পরস্পরের অভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়। কিন্তু পানানুরাগ, কাম-মত্ততা, মিথ্যা-কথন প্রভৃতি দোষাভিধান গুলির পরস্পর কি প্রণয়! একের অবস্থান স্থানে একে একে প্রায় সকল গুলিই সমবেত হয়। মাতাল, মিথ্যুক, লম্পট ও চোর বলিয়া প্রায় এক ব্যক্তিকেই সম্বোধন করা যায়। তুমি জ্ঞাত আছ, এক কাম ভিন্ন অন্য স্বভাব-দোষ আমার ছিল না। কিন্তু সেই এক দোষের প্রভাবে ক্রমে সমুদয় দোষের আধার হইয়া, এখন প্রকৃতি-প্রদত্ত স্বভাবকে নিহত করিয়াছি। বিধাতা যেরূপ মানুষ আমাকে করিয়াছিলেন, আমি আর সেরূপ নাই;—আপনি আপনাকে পুনঃ সৃষ্টি করিয়াছি। জগদীশ! আমার এই সকল পাপের দণ্ড জন্য তোমাকে তীক্ষ্ণতর যন্ত্রণাময় নব নরক সৃষ্টি করিতে হইবে।"

কলিকাতা।

১২৬৮।২১এ ফাল্গুন।

"আমার মতে দুঃসময়ের অর্থ একটি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সুদীর্ঘ সময়। যাহার পল—প্রহর, দণ্ড—দিবা, ও মাস—মন্বন্তর বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রধান গুণ এই যে, অতি অল্প পরমায়ু অধিক জ্ঞান হয়; দশ বৎসর বাঁচিলে বোধ হয় দশ সহস্র বৎসর জীবিত আছি। * * * * * * ইয়ুরোপীয় জনেক কোমল-প্রকৃতি কবি, নির্ধন কৃষি-জীবিগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'যাহারা সুললিত গাথা গানে মানব মন মোহিত করিত, যাহারা সুকোমল-ভাব-সম্পন্ন কবিতা-কলাপ প্রণয়নে পারগ ছিল,—যাহারা সাম্রাজ্যের সিংহাসন-শোভা সম্পাদন করিতে পারিত;—প্রকৃতি দেবী যাহাদিগকে এই সকল গুণ-ভাজন করিয়াছিলেন, এমত কত ব্যক্তি দৈন্যতা বশতঃ জঘন্যভাবে জীবন যাপন করিয়া, পরিশেষে অননু-শোচিত মৃত্যু-মুখে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। দৈন্য-দশারূপ তুষার-প্রপাতে তাহাদের অন্তর্নদী-গতি চির দিনের জন্য নিরোধ হইয়াছিল।"

"হায়! কীর্ত্তি দেবীর অঙ্ক-পালিত সে ভুবন-বিখ্যাত অবতার-গণই বা কোথায়? আর মাদৃশ হতভাগ্যই বা কোথায়! দুরবস্থা, কঠোর করে সে কুসুম-চয়কে যতই

বিদ্রাবণ করিয়াছে, ততই তাহা হইতে সৌরভ বিস্তার হইয়া জগৎ আমোদিত করিয়াছে। দুর্ঘটনা-ঘনঘটা সে রবিচয়কে সমাচ্ছন্ন না করিয়া, কেবল সান্নিধ্য দ্বারা তাহার গৌরবাধিক্যের কারণ হইয়াছিল।"

কলিকাতা।

১২৬৯। ১লা ভাদ্র।

"——সুজন বা স্বজনানুরাগ সন্ধ্যারাগের ন্যায় ক্রমে বিলীন হইয়াছে;—অন্তরাকাশ নিষ্প্রভ, আর তাহাতে সন্তোষ-সুধাকরের উদয় হইবে না। হায়! কঠোরতা কি আমার স্বভাব? যে আমি একটি সহৃদয় ব্যক্তির সমাগমে অবনিকে স্বর্গ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান করিতাম,—যে আমি সংসারে আজীবন ক্ষিপ্তভাবে "প্রণয়, প্রণয়" প্রলাপ বাক্য অবিরাম উচ্চারণ করিয়াছি,—কবিতা, বনিতা, মিত্রতা প্রভৃতিকে স্বর্গের প্রতিনাম জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি,—কত কল্পিত প্রণয় আখ্যায়িকা পাঠে, প্রণয়ি-দম্পতীর সারল্য-পূর্ণ ললিত মুখমণ্ডলের ধ্যান করিতে করিতে রাগভরে অবসন্ন হইয়াছি,—তাহাদের বিচ্ছেদ বিড়ম্বনা পাঠের ধার, অশ্রুধারে পরিশোধ করিয়াছি,—(হায়! কত পুস্তকের কত স্থানে এখনো লবণাক্ত-অশ্রু-কলঙ্ক সন্নিবেশিত রহিয়াছে।) সে আমি কিজন্য এরূপ হইলাম! * * * * * * * আমি দুর্ব্বল দরিদ্রকে ঘৃণা করি,—

সবল ধনীকে ভয় করি,—যাহাদিগকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে, তাহাদিগকে অবিশ্বাস করি। * * *

কলিকাতা।

১২৬৯। ২৫এ পৌষ।

"যদিও এ জন্মে আর সুখী হইব না, তথাচ দুঃখের লাঘব হওয়া সম্ভব। আর কিছু না হয়, বিরল-প্রদেশে নির্ঝর-জল-পানান্তে উপবিষ্ট হইয়া, আপনার আদ্যোপান্ত (সেই আশা-চপল সুখময় শৈশব কাল হইতে, বর্ত্তমান দীন হীন দশাপর্য্যন্ত) ধ্যান করিয়াও একপ্রকার বিষাদময় সুখাস্বাদন করিতে পারিব।

যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি তোমাকে আমার জীবন ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসা করে, তুমি বিশেষ কহিবে না। বলিবে, তাহার জীবন-পত্র এত অপরিষ্কার—স্থানে স্থানে মসী-মণ্ডিত—অশ্রুজলে কলঙ্কিত—যে তাহা পাঠ করা যায় না। সম্প্রতি তাহা শতধা খণ্ড খণ্ড ও ঘটনা-পবনে চালিত হইয়া গিয়াছে;—কোথায় পতিত হইল কে জানে? হয় জলস্রোতে পতিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাসমান হই-তেছে,—অথবা কোন অন্ধতম-গিরি-গহ্বরে সন্নিবেশিত আছে। তাহার দুই এক বর্ণ যাহা আমার মনে আছে, তাহা শুনিয়া তুমি কিছুই বুঝিবে না।"

উপস্থিত সময়ে কবির বাক্যই "বিরাগ" ও কার্য্যই "উচ্ছৃঙ্খলতা" নাম পাইতে পারে। প্রেম অপাত্রে ন্যস্ত,—সুরা অনুপান। উপরিস্থ পত্রী-চতুষ্টয় মলিন প্রেমের অপরিপাক;—যদিও একই বিরাগসম্ভূত, কিন্তু প্রথম অনুতাপ—দ্বিতীয় অনটন—ও তৃতীয় বিরক্তি ব্যঞ্জক মাত্র। ভাল, চতুর্থ পত্রী বিদায় চায় কেন? কলিকাতায় কত মধুর-রসনা দানবী, কত লোল-লোচনা যক্ষিণী, কত বরবর্ণিনী পিশাচী আছে; কে তাঁহাকে ব্যথিত করিল? নক্র-মকরময় বার-সাগরে প্রণয়-মণির খনি নাই;—কবি কি লইয়া যান্? এ দিকে মিত্র ১৩ই মাঘ দিবসে আর এক পত্রী পান, তাহাতে ছিল:—"প্রিয়! আমি কা'ল থেকে কলাতলায় কুলকামিনী-কুলের কমনীয় করকলাপ কর্ত্তৃক কনক-নিভ হরিদ্রাক্ত হ'তে হ'তে কঙ্কণ-নিকরের ঝঙ্কারনাদ কর্ণস্থ কচ্ছি"!! প্রিয় আশ্বস্ত হইয়া রহিলেন!

১২৬৯ সালে কলিকাতায় এক সম্ভ্রান্ত-গৃহ-সংসৃষ্ট পাত্রীর সহিত এই বিবাহ নির্ব্বাহ হয়। কবির বয়ঃক্রম তৎকালে ২৪ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। সময়টি, তাঁহার বিগত-পতন ও ভাবী-উত্থানের সন্ধিস্থল বলিয়া চিহ্নিত হইতে পারে। তিনি প্রণয়-অন্বেষী, কি প্রেমের সন্ন্যাসী, যাহাই হউন্ না, অসাধু-সেবিত পথে অভীষ্ট লাভ হইবে সম্ভব কি? সুতরাং এই আত্ম-শোধনের শুভ সুযোগ উপস্থিত, তিনি পুনঃ সংসারস্থ। কিন্তু কার্য্যতঃ সে শক্তি এখন ভবিষ্যতের সংশয়-গর্ভে নিহিত ছিল। বোধ হয়, প্রেমে কাঠিন্য ধারণ করিতে স্বয়ং আহত হইতেন।* তিনি কখন

* কবি এই অবস্থাগত হইয়া নিজ হৃদয়ের যে সকল চিত্র তুলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কি করি অবশ আমি স্রোতে তৃণপ্রায়" ঠিক এই সময় হয়।—"নলিনী" নামে মাসিক পত্রিকার দ্বিতীয় পল্লবের ৯ম সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

বন্ধুজন কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উগ্র হৃদয়ে অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিতেন, আবার অনল্প-অনুতপ্ত-চিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য ইচ্ছার প্রতিকূলে বল-প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রেম যেন মল্ল-যুদ্ধে মত্ত হইয়াছিল;—যাহার কোন পক্ষ দুর্ব্বল দৃষ্ট হইত না। যাহা হউক, যথাকালে দাম্পত্য-প্রভাব, ইহার সন্ধিবন্ধন সমাধা করিয়া দেয়।

১২৭১ সাল পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বিষয়ব্যাপার, ঘর-বাহির ও বন্ধুবল, সকল দিক্ রক্ষা করিয়া চলিতেন। দীর্ঘকাল পরে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া যশোহর যান ও মাতাকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র সংসার সংস্থাপন করেন। পবিত্র-উপস্থিতি, অতর্কিতরূপে তাঁহার কলুষস্খালন্ করিয়া আত্মায় শান্তি সেচন করিল। ১২৭২ সালে কবি পীড়িত হয়েন ও উদার আত্মনিবেদন (Confession) দ্বারা পরম পিতার চরণে ক্ষমা ভিক্ষা চান্। তাঁহার আধুনিক রচনা অধিক অপহৃত হইয়াছে; যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে অনুবাদ অধিকাংশ। মহাভারতের "কিরা-তার্জ্জুনীয়" পোপের "ইলৈসা এবিলার্ড," গোল্ডস্মিথের "ট্রাবেলার" ও মুরের "আইরিস মেলাডির" অনেকগুলি স্তবক হৃদয়গ্রাহী ছন্দে গ্রথিত হইয়াছিল; কিন্তু "স্বজনি লো" ও "মৃত্যু-চিন্তা" (১) প্রভৃতি তাঁহার কাব্য-কাননের কতিপয় সুরভি কুসুমও বিদ্যমান আছে।

১২৭৪ সালে তিনি দ্বিতীয় বার অপস্মার পীড়াক্রান্ত হয়েন। এই অবকাশে বিষয়-ব্যাপারে অলিপ্ততা ও প্রতিভার পরিশীলনে যত্ন দৃষ্ট

---

(১) "নলিনী" তৃতীয় পল্লব—দ্বিতীয় সংখ্যা।

হইয়াছিল। সুরাপানের অশুভকারিতা হৃদয়ঙ্গম ছিল, তৎসম্বন্ধে "নবোন্নতি !!" নামে আখ্যায়িকা ও "মাদকমঙ্গল" (১) সৃষ্টি করেন। কবিবর গ্রের, "এলিজি" বঙ্গ অঙ্গে পরিণত হয় (২)। এবং পর বৎসর (১২৭৫ সালে) "সবিতা-সুদর্শন" ও "ফুলরা" যমজ জন্ম গ্রহণ করে। পর বৎসর "ব্রাভো অব ভিনিসের" (Bravo of Vinice) ও গ্রীক পণ্ডিত প্লেটোর আত্মার অবিনশ্বরতার (Plato's Immortality of the soul) অনুবাদ সঞ্চিত হয়। এই শেষোক্ত রচনা, ব্যাপক কালে গাঢ় গবেষণায় সম্পন্ন হইয়াছিল। কবি তিন বৎসর কাল গভীর পাণ্ডিত্য দ্বারা ইহার অবতরণিকা ও টীকা সমস্ত প্রস্তুত করেন, যাহাতে মূলে সক্রেটীসের জীবনী ছিল, এবং টিপ্পনীতে পৃথিবীর ভূত-বর্ত্তমান ধর্ম্ম-বিশ্বাস, নব্য-বৃদ্ধ দার্শনিক-সত্য, ও প্রাচীন গ্রীক ভারতের আচারগত সাদৃশ্য

---

(১) হেয়ার স্কুলের অন্যতর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর বাবু প্যারীচরণ সরকার "সুরানিবারিণী" সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রিয় ছাত্রের এই আখ্যায়িকা ও মাদকমঙ্গল দেখিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করেন।

(২) কবি, তাঁহার হেয়ার স্কুলের অন্যতম শুভানুধ্যায়ী পদ্য-অধ্যাপক বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে এই অনুবাদের প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা অবিকল গ্রহণ করিলাম।

"If ever this translation goes to the press, it shall be dedicated to Babu Neelmony Chukerbatty, with whom I read the piece. It is his thorough explanation which has enabled me to translate a poem that is as poetic, and not without the touch of abstract metaphysics"

সকল, সাবধানে আলোচিত হয়। এতদ্দ্বারা প্রণেতার ভূয়ো দর্শন ও বিচারশক্তি যেন সমস্ত সৃষ্টির পরিচয় লইয়াছিল (১)।

অচিরাৎ ভ্রাতার প্রতি দুইটি মহান্ উপদেশ প্রদত্ত হয়। প্রথম,— "পরিশ্রম ও তাহার উপকারিতা," দ্বিতীয়,—"আলস্য ও তাহার অপকারিতা"।(২) ব্রাহ্মণ, এই সর্ব্ব-স্বীকৃত সত্যদ্বয়কে পরীক্ষা তুলায় লইয়া ধীর গতিতে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। আমরা অনেকের প্রকাশ্য উপদেশ শুনিতে পাই, কিন্তু এরূপ গুপ্ত ও গভীর-গর্ভ নীতিলাভ অল্পই হইয়া থাকে। আলোচক ইহাতে লোকবৃত্তি ও মনো-বিজ্ঞান পরিশীলনের ফল পান, এবং বুঝেন ইহারা মার্জ্জিত চিন্তা, বিস্তীর্ণ-জ্ঞান ও প্রভাবশীল আত্মা কর্তৃক প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

১২৭৬ সালের শেষে "চৈত্র মেলার" জন্য "ভারতের বৃটিশ-শাসন-পরিদর্শন" প্রণীত হয়। ইহাতে প্রচলিত-রাজ্য-তন্ত্রের পূর্ণ-মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছিল। রাজনীতি-ঘটিত এত গভীর রচনা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। এই মহাপ্রবন্ধ সরলতা, সহৃদয়তা ও মিতভাষিতার মিলনস্থল। সুরেন্দ্র-

(১) কবি স্বকৃত সমস্ত রচনাপেক্ষা ইহার গৌরব করিতেন, এবং নিকটে রাখিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বহির্গত করিয়া দেখেন, কীট, ইহার এক বর্ণও জীবিত রাখে নাই। কবি ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বলেন, "আমার আজন্মের যত্নসঞ্চিত আর আর লেখা সকল নষ্ট হইয়া যদি এইটি মাত্র অবশিষ্ট থাকিত, এত দুঃখিত হইতাম না।"

(২) "নলিনী" নামে মাসিক পত্রিকার ১২৮৮ সালের চতুর্থ সংখ্যায় আরব্ধ হইয়া প্রবন্ধদ্বয় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির খণ্ড কাব্য—"সন্ধ্যার প্রদীপ" "চিন্তা" "খদ্যোতিকা" "উষা" প্রভৃতি বিস্তর রচনাও তাহাতে প্রকটিত আছে।

নাথের "শাসন-প্রথাও" সুন্দর প্রবন্ধ। লেখক পরিষ্কার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কেবল স্বার্থপর-শক্তি ও দুর্ব্বল শঙ্কা-দ্বারা ইহা স্থাপিত ও স্বীকৃত হয় নাই। স্নেহ ও ভক্তি ভূমিতে ইহার মূল নিবদ্ধ। যদিও দীর্ঘকাল গত, কিন্তু ইহাদের উপযোগিতা এখনো অন্তর্হিত হয় নাই।

আমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিস্তর পরিত্যাগ করিয়া কবির বিশেষ বিশেষ রচনার উল্লেখ করিলাম; কিন্তু ক্ষোভ এই, কেহই পাঠকের পরিচিত নহে। "মহিলার" প্রথমাংশের বিজ্ঞাপন পত্রে উক্ত হইয়াছে "কবি চির দিন স্বভাব-প্রেরিত হইয়া প্রতিভার অনুসরণ করিতেন, রচনা কি পাণ্ডিত্য প্রকাশ দ্বারা যশস্বী হওয়ার আশা করিতেন না;" এটি অসজ্জিত সত্য বাক্য। কাব্যশক্তি তাঁহার ইহ-পারমার্থিক ভাব, কিম্বা প্রেম-পরিচালনার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত;—যশের জন্য নয়। ১২৭৭ সালে জনেক আত্মীয় চুরী করিয়া তাঁহার "সবিতা-সুদর্শন" ছাপাইয়া দেন। ইহাতে কবির নাম ছিল বলিয়া বিশেষ বিরক্তির হেতু হয়; মুদ্রাঙ্কনে ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি তাবৎ পুস্তক আবদ্ধ করেন; কালে কেহ এক আধ্ খানি দেখিতে পাইয়াছিলেন!

অতঃপর আমরা কবির ধর্ম্মজীবন বিবৃত করিব; যাহা বর্ত্তমান সময় হইতে সমীচীন সজীব হইয়াছিল। অনেক সত্যানুরাগী ধার্ম্মিক লোক আছেন, যাঁহারা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ;—দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ সেরূপ ছিলেন না,—তাঁহার আকৃতির সহিত প্রকৃতির বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল;—দেখিলেই সারবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া আস্থা ও আসক্তি উপস্থিত হইত। যদিও এ বিষয়ে পূর্ব্বে অধিক বলা যায় নাই,

কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্তোত্র প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা তাঁহার ঈশ্বরানুরক্তি রক্ষিত হইয়াছে। যে দিন একটি অনুবাদের ব্যপদেশে বলিয়াছিলেন "যামিনী প্রলয়রূপা সুষুপ্তি মরণ," সে দিন তাঁহাকে তত্ত্ব-বর্ম্মের প্রাচীন পান্থ বলিয়া অনেকের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার চিন্তা,—পরিণাম সহ, কার্য্য,—ঔচিত্যপূর্ণ, ও বাক্য,—সারত্ব সিদ্ধ হয়;—এবং ভগবদ্ভক্তি ও কাব্য-শক্তি মৈত্রী ভাবে যুগপৎ তাঁহার অনুসরণ করে। বাস্তবিক, পূর্ব্বে যাহাকে আমরা কবির প্রেম ভাব বলিযাছি, এখানে তাহাই তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ এই প্রেমই, প্রিয় সঙ্গমে ব্যগ্র ও ইহ-সংসারে লালায়িত হইয়া নিত্য-সিদ্ধ ঈশ্বরে বাহিত হইয়াছিল। (১) জগৎকারণের অস্তিত্ব ও স্বরূপ পরিজ্ঞান পক্ষে তিনি সহজাত সংস্কার অভ্রান্ত বোধ করিতেন। যুক্তি, বিচার, পরীক্ষা ও জ্ঞান ঐ সংস্কার-শিখরের স্তম্ভমালা;—কিন্তু অভ্যন্তরভাগে বিশ্বাস, প্রেমভক্তি ও সাধনা উহার সোপান ছিল। তিনি সকল ধর্ম্মের পোষকতা করিতেন;—কিন্তু কোন আধুনিক সম্প্রদায়-ভুক্ত সভ্য কি উপাসক হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার উপাসনাও এক প্রাচীন পদ্ধতির ছিল;—স্রষ্টার সাক্ষাৎ প্রেমে হৃদয় পূর্ণ ও স্তম্ভিত হইত,—কবি গভীর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন;—দেশ-কালের

---

(১) কবি আদৌ শাঙ্করভাষ্যযুক্ত "বেদান্তসূত্র" দেখিয়া "অদ্বৈতবাদে" বিশ্বস্ত হইতে যান, কিন্তু তাঁহার হৃদয় তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। তিনি শীঘ্র ঐ মতের অপূর্ণতা বুঝিয়া দেশীয় ধর্ম্মের দর্শনশাস্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা অবলম্বন করেন। এই উদ্যমে দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রকৃষ্ট রূপ চর্চ্চা হইয়াছিল।

বাধা থাকিত না। আমরা অনেককে দেখি, যাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে অন্তর্জগতের কবি বা অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া জানেন;—এবং তাঁহার শেষবর্ত্তী প্রত্যেক রচনা আধ্যাত্মিক ইতিবৃত্ত বিবেচনা করেন। বস্তুতও তিনি কবি ও সাধক ছিলেন;—কবি-সেব্য চৈতন্যের সেবা করিতেন, সংসার চিন্ময় দেখিয়া অন্তর্বহির্গত-একতা রক্ষা করিতেন। ঈদৃশ মহাচরিতে দয়া, ধৈর্য্য, বিনয় ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হইয়া থাকে; কিম্বা যখন তাঁহার প্রেমের পরমত্ব ছিল, আনুষঙ্গিক এই সকল সদ্‌বৃত্তিও বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে। কারণ উহারা প্রেম-সুরতরঙ্গিণীর শাখা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, বর্ণিত পন্থায় উত্তীর্ণ হইয়া কবি সন্দিগ্ধ চক্ষে, পুনরায় বিষয়-কর্ম্মকে কটাক্ষ করিলেন; সে কি তাঁহার সাধনার অন্তরায় নয়? দেখিলেন, সে কখন তাঁহার হৃদয়ে প্রেমামৃত সিঞ্চন করিল না। তিনি আর তাহার সেবা করিলেন না;—বিষয়ও বিদ্বিষ্ট বন্ধুর ন্যায় আর তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন দেয় নাই।*

---

* কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদিগের চরিত্র ও কার্য্য-প্রণালী সাধারণ ব্যক্তিবৃন্দের তত্তদ্বিষয় হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র। পরিণাম দর্শন-শূন্য ও সামাজিক নিয়মের প্রতিকূল-ব্যবহারী, তন্মধ্যে বহুজনকে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধি-শক্তির অভাব, স্বরূপতঃ ঈদৃশ প্রকৃতির কারণ নহে। মানব-সমাজের আদিম অবস্থা হইতে কবিগণ সমকাল-বর্ত্তী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্। মনোবৃত্তির মধ্যে ভাববৃত্তির পরিচালনা করাই তাঁহাদের পরম ও একমাত্র ব্রত। প্রচলিত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের নিয়ম-সমূহ স্বরূপতঃ সমাজের শুভ-সংসাধক। সে নিয়ম পালন করিতে গেলে, অনেক স্থলে ভাব-বৃত্তির বিরোধী হইতে হয়;—এবং ভাব-বৃত্তির পরিচালনায় অনেক স্থলে সে নিয়মের ভঙ্গ হয়। কবিগণ স্ব স্ব পন্থা পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং

১২৭৮ সালে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় কবি মুঙ্গের যাত্রা করেন। পূর্ব্বে বৈষয়িক প্রয়োজন জন্য বারম্বার তথায় যাতায়াত ছিল। "পীর-পাহাড়ের" গিরি-গৃহ ইহাঁর বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশ "মহিলার" জন্মভূমি। আগন্তুক এখানে অখণ্ড অবকাশ ও বিরল অবস্থান পান; লেখনী লইয়া ধ্যানস্থ হইলে, প্রকৃতি তটস্থ হইয়া অন্তর্জগতের দ্বার মুক্ত করিয়া দিতেন। সত্য, সুরেন্দ্রনাথের সকল কবিতাই প্রেমমাখা;—তাঁহার প্রেমকেই কবিতা, কি কবিতাকেই প্রেম বলি, সহসা অবধারণ হয় না। তথাপি "মহিলায়" তাহার পূর্ণ বিকাশ প্রতীয়মান হয়। কিম্বা কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রেম ও কাব্য-শক্তি পার্শ্ববর্ত্তী থাকিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতায় এযাবৎ বর্দ্ধিত হইতেছিল, "মহিলায়" উহাদের চরম ও একতা সম্পাদিত হইয়াছে। এবং এই সমবেত-বলনিষ্পন্ন বলিয়া ইহার রচনা এত সতেজ বোধ হয়। উপস্থিত

সামাজিক নিয়মকে ভঙ্গ করেন। যাঁহারা তদ্রূপ আচরণে কুণ্ঠিত, তাঁহাদিগকে প্রাকৃত কবি বলা যায় না। জন-সমাজ যত বদ্ধমূল হয়,—তাহার নিয়ম-নিচয়ের পূজা ও গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকে, কবিতা ততই অন্তর্হিত হন, ইহা পরীক্ষা-সিদ্ধ বিষয়। বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের উন্নত অবস্থায় কেহ সামাজিক নিয়মের বিপরীত ব্যবহার করিতে সাহস পান না; সুতরাং সে কবিতাও আর নাই। বাস্তবিক কবি হইতে হইলে অনেক ক্ষতি, অনেক বিদ্বেষ ও বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হয়;—নচেৎ প্রকৃত-কবিত্বের উপভোগ হয় না। কোন এক বিষয়ে সিদ্ধ হইতে হইলে অন্যান্য সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিশেষতঃ ভাবাত্মক সত্যশরীরী কবিতার পথ, সমাজ-পন্থার নিতান্ত বিপরীত দিগ্‌গামী; সুতরাং বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। এখন বিদ্যা বুদ্ধির বাহুল্য সত্ত্বেও কবিগণ অত্যাজ্য দৈন্য ভোগ কেন করেন, অনেকে বুঝিতে পারিলেন। সুরেন্দ্রনাথও প্রাকৃত কবি এবং কবির পন্থাচারী ছিলেন।

অংশে দৃষ্ট হইবে, কবি দেহার্দ্ধ-ভাগিনীর প্রেম-ঋণ সবৃদ্ধি পরিশোধ করিয়াছেন।*

---

* "মহিলার" তৃতীয় অবয়ব গঠনার্থ কবি স্মৃতিশক্তির উদ্বোধন করিতেছিলেন ;—"ভগ্নী" যাহার আশ্রয়ভূমি,—সহজ সরল-সখ্য, অবিকৃত দিব্য-প্রেম ইহার সজীবতা সম্পাদন করিত। অতএব "মহিলার" পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশের ন্যায় এই অংশেরও বিশেষ বিচিত্রতা ও উপযোগিতা আছে। যদি কেহ সুরেন্দ্রনাথের সমান-ধর্ম্মা বিদ্যমান থাকেন, কিম্বা কালে প্রাদুর্ভূত হইয়া অগ্রণীর সংকল্প সফল করেন, তাঁহার সম্মানার্থ কবিতা কয়েকটি আমরা এই স্থলে সংরক্ষিত করিলাম।

"হে কবি-কল্পনা মায়া, সত্যের সোণালা ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতি !
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা থাক ক্রীড়াবতী ;
চড়িয়া পুষ্পক-রথে,
ভ্রম গিয়া ছায়া-পথে,
কর ইন্দ্র-চাপ বিরচন,
কিম্বা কর পরী সনে চন্দ্রিকা ভোজন,
আমি না করিব দেবি ! তব আবাহন।

বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে দেবি! তব উপাসনা।
তোমার মুকুর পরে,
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার,—কায়া নাই যার ;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার;
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

বর্ষারম্ভে কবি মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতাস্থ হয়েন। এখন বিষয়-কর্ম্ম না থাকুক, কিন্তু তাদৃশ মনস্বি-আত্ম-শোধককে জড়প্রকৃতি কে বলিবে! কবি, কার্য্যতঃ অতিরিক্ত অনলস ছিলেন;—কখন শূন্য হৃদয়ে জাগ্রত-নিদ্রার উপভোগ করিতেন না। তদবস্থ লোকের অনেক কার্য্য স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হয় সকলেই জানিতেছেন;—বিশেষ তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এত বলবতী ছিল যে, কোন বিষয়ে অন্যের মুখাপেক্ষা করিতেন না। তজ্জন্যেও সর্ব্বদা সাধ্যাতীত শ্রম-কার্য্যে হস্তক্ষেপ

হে সরলা স্মারকতা! (সঞ্চিত পূর্ব্বের কথা
অঞ্চল-সম্পুটে বাঁধা যাঁর)
কৃপা করি উর দেবি! অন্তরে আমার;
এ সংসারে হয় যাহা,
কাল সব গ্রাসে তাহা,
তুমি রাখ ছবি তুলে তার;
দেখাও সে হারা-নিধি-নিকর ভাণ্ডার,
হবে তায় প্রয়োজন পূরণ আমার।

তোমার পরশ পায়, উলটি উজান ধায়
কাল-নদী, কৌতুক এমন!
বাসে বৃদ্ধ পুন নিজ সরাগ যৌবন,
প্রবাসীর হর দুখ,
দেখাও প্রিয়ার মুখ,
কি সুখের স্বপন তোমার!
কৃপা করি হৃদে দেবি! জাগাও আমার
সহোদরা প্রণয়ের সরল ব্যভার।"

করিতেন। তাঁহার জীবন-কালের সহিত রচনা-রাশির পরিমাণ করিলে, শেষোক্তই অধিক হইয়া উঠে; অতএব মানসিক-শ্রমকারিতার পক্ষেই বা বক্তব্য অবশিষ্ট কি! পরন্তু ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ, সতত স্বাস্থ্য পতন হইত; ইহা সাংসারিক অনুন্নতির অন্যতর হেতু বটে। কেহই তাঁহার অপ্রিয় ছিল না সত্য, কিন্তু তোষামোদ চাটুবাদে বৈরিবৎ বিদ্বেষ ছিল; ঈদৃশ আচরণকেও লৌকিক উন্নতির প্রতিরোধ বোধ করিতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, সামান্য অশন বসন দ্বারা আত্মপোষণে অক্ষম লঘুচেতারাই উন্নতিকাম হইয়া অন্যের আনুগত্য করে ও পর পর নীচতাকে প্রাপ্ত হয়; পক্ষান্তরে, সংসার-নাট্যে সর্ব্বোপরি অর্থ-সাধন অত্যাজ্য অভিনয়;—তদভাবেও ক্রিয়া অঙ্গহীন হয় সংশয় কি! এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র, সুরেন্দ্রনাথকে স্ব স্ব গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন; তন্মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানগুরুর প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞতানত, এবং তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের আর্থিক অবলম্বন ছিলেন। অনন্তর ৭৮ বঙ্গাব্দের বিদায় দানে "বর্ষবর্ত্তন *" বিবৃত হয়। এবারে কবির মুক্তমুখ লেখনী অবাধে বলিল—

"এই যে এখন ধন লোভের কারণ,
বড় লোক বল নীচ জনে।"

১২৮০ সালে সুরেন্দ্র, বিপুল-ব্যয়-সাধ্য এক ব্যাপক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহা কর্ণেলটড্ কৃত রাজস্থান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। সাধনার অত্যাজ্য

* "নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে" ১৯২৮ সম্বতে কোন বন্ধু কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। লেখকের নাম নাই।

ফলে, রচনা-কার্য্যে তাঁহার যে নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনিই এই মহাদীক্ষার যোগ্যপাত্র সন্দেহ নাই। যন্ত্রাধ্যক্ষকে অংশী করিয়া পাঁচ খণ্ড পুস্তক প্রচারিত হয়। ইহাতেও প্রণেতার নাম গোপন ছিল;—কিন্তু এবার অনেকে তাঁহাকে জনেক প্রবীণ ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিত বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। যন্ত্রাধ্যক্ষ গ্রন্থগুলিকে বিষয়োপযোগী সুন্দর অক্ষর ও কাগজাদিতে সজ্জীভূত করেন, মূল্যও যথোচিত অল্প ছিল;—দেশ-কাল-গ্রাহক-অনুসারে এ অবস্থায় ব্যয় বহন করাই দুরূহ হইয়াছিল, লেখক আর কি পাইবেন!

কবি পূর্ব্বেও দুই একবার উৎসাহ ভঙ্গ হয়েন। তিনি ঈদৃশ স্থলে দৈব-শাসন স্বীকার করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিতেন। কিন্তু এই "দৈব" কি "অদৃষ্টবাদ", প্রত্যক্ষ সিদ্ধ "নিয়ম-শাসনের" প্রভাব ভাবিয়া শিক্ষা করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ সামাজিক ও ব্যক্তিগত শুভাশুভকেও নির্দ্ধারিত নিয়মের অধীন বলিয়া জানিতেন;—এবং নিয়মের সহিত নিয়ন্তার সত্তা উপলব্ধি করিতেন। তাঁহার নিকটে "অদৃষ্ট" ও "পুরুষকার", "দৈব-শাসন" ও "নিয়মের" অধিক পার্থক্য থাকিত না। বাস্তবিক এই সকল ধর্ম্ম-জীবনের সম্পত্তি তাঁহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি শেষ-জীবনে ভক্তাবতার চৈতন্য-সেব্য "দাস্য-মুক্তির" মহিমায় বিস্তর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। শাক্ত ধর্ম্মের উপাস্য উপাসকে মাতা পুত্রের নৈকট্য ও প্রেম দেখিয়াও আশ্বস্ত হইতেন। তিনি প্রত্যাশা করিতেন, কালে সকল ধর্ম্মের বিরোধ মিটিয়া জগতে এক মহা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে। ক্রমে তিনি যোগ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন;—এবং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার গূঢ় আধ্যাত্মিক যোগ নিবদ্ধ করেন। হিন্দু-ধর্ম্মের

আদিক্ষেত্র কাশীধাম গিয়া সদ্‌গুরু-সেবা ও আত্মার শেষ অভাব মোচন করিবেন প্রয়াস হইয়াছিল; চির-প্রিয় রচনা ব্যবসায়ে ঔদাসীন্য অবলম্বিত হইল। এক দিকে মুক্তভাবের অরুণিমা, এদিকে কাব্যদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ;—ঈদৃশ সময়ে জনৈক পরমাত্মীয় অভিনেতার অনুরোধে কবি "হাম্বির" নাটক গ্রন্থন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নাটক রচনায় রুচিরও ভিন্নতা ছিল। অতএব কবির অন্যান্য লেখার তুলনায় "হাম্বির" অনেক ন্যূন হইয়াছে বলিতে পারা যায়। পরন্তু এরূপ হইলেও ইহা অভিনয়ে উত্তম হইয়াছিল; এবং ইহার "পদ্মিনীর" গীতের তুলনা নাই।

সুরেন্দ্রনাথ কোন সময়ে হৃষ্ট-পুষ্ট-সবল ছিলেন না; তজ্জন্য কখন কখন নিজ শরীর-যন্ত্রের প্রকৃতিগত কোন অজ্ঞাত ত্রুটির আশঙ্কা করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বাপর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন হইয়াছিল, তাঁহার চরিতজ্ঞ এ কথা স্বীকার করিবেন না। উপস্থিত অবস্থায় শরীর তপঃ-ক্লিষ্ট ও আত্মা প্রভাব-পূর্ণ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই সময় কলুষিতচিত্তে তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহস হইত না। যাহা হউক, চিরদিন তাঁহার চিন্তাস্রোত এরূপ বেগে বহিয়াছিল যে, তাহাতে তাঁহার জীবনকালের অনেকটা হ্রাস হইয়া আইসে। বোধ হয়, কবি স্বয়ং তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ছয় মাস পূর্ব্বে নিজ জন্ম-পত্রিকার যথাস্থল চিহ্নিত করিয়া স্বগণ সমক্ষে প্রকাশ করেন, জ্যোতিষ সত্য হইলে অন্ততঃ দুই নিমিষের জন্যও তাঁহাকে মৃত্যু-শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে। দুই নিমিষের মৃত্যু কিরূপ, জিজ্ঞাসিত হইলে, কতিপয় বিসূচিকাহত, বৃষ্টিসিক্ত হইয়া যেরূপে পুনর্জ্জীবিত হয়, আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত হইল। কবির পিতা ঐ পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন; অতএব আপনাকেও তাহার দর্শন-

পংক্তির অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন! এই ভাবী অনুমান গুলি কিরূপে সংকলিত হইয়াছিল, আমরা জানিতে পারি নাই। কবি দীর্ঘ-কাল পরে এই সময়ে প্রণয়িনী বীণাপাণিকে অতি করুণ সম্বোধন দ্বারা শেষ প্রেম-উপহার দেন।*

সুরেন্দ্র ৮৪ সনের শেষভাগে সহসা প্রবোধিত হয়েন; ইচ্ছা, পূর্ব্ববৎ কার্য্যবিশেষে ব্যাপৃত থাকিবেন। পদ্য মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-মর্ম্ম সাধারণ সুলভ করিবার জন্য ভগবদ্‌বন্দনা করিতে ছিলেন; †

---

* মহিলার প্রথম অংশের ভূমিকায় কবিতাটি আছে; এবং ইহাই কবির শেষ রচনা।

† "নমঃ শেষ শয্যা-শায়ী ক্ষীর-সিন্ধু-জলে।
ফণামালা-বিস্তৃত বিচিত্র ছায়াতলে॥
ফণায় ফণায় মণি প্রদীপ্ত মিহির।
পদতলে কমলা চপলা বসি স্থির॥
আয়ত শরীর ক্ষণে লহরী দোলায়।
অঙ্গ যেন একত্রিত কোটি ভানু প্রায়॥
তিমি তিমিঙ্গিল নক্র মকর ঘেরিয়া।
যাদোগণ নতি করে সভয় হইয়া॥
রাজীব লোচন মুদে যোগের নিদ্রায়।
সমস্ত বিশ্বের ক্রিয়া স্বপ্ন বোধপ্রায়॥
নমো গোলকের নাথ গোপিকা-রমণ।
সুঠাম চিকণ কালা মদনমোহন॥
শিখি-পুচ্ছ চূড়া শিরে হেলাইয়া বামে।
দাঁড়ায়ে গোপীর মাঝে ত্রিভঙ্গিম ঠামে॥

কিন্তু অনেকে তাঁহাকে "রাজস্থান ইতিবৃত্ত" অনুবাদে বাধ্য করেন, কারণ তাঁহারা উহার পুনর্মিলন প্রত্যাশা করিতেন। ৮৫ সালের ২ রা বৈশাখ অপরাহ্নে এই অনুবাদ কার্য্যে বিরাম লইয়া, কবি মাতৃ ও সন্ধ্যাবন্দনা জন্য যাইতেছিলেন, কিন্তু কোন প্রিয় ছাত্রের কুশলার্থ ফিরিয়া বাহিরে যাইতে হইল। অনন্তর অর্দ্ধ রাত্রে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি অর্দ্ধাবশিষ্ট;—জীবন-বিম্ব বিলীন হইবার অল্পই বিলম্ব ছিল। ইঙ্গরাজী ঔষধ, তেজস্বিতা-বলে অন্তিম জ্ঞানের ব্যতিক্রম করে বলিয়া তদ্দানে নিষেধ ছিল; বিশেষ নিশীথ কালে কিছুই সুলভ হইল না। কবি মৃত্যুশয্যায় কোন কথা বলেন নাই, চাঞ্চল্য ছিল না;—তৎকালেও কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিমীলিত নয়নে ধ্যানস্থ ছিলেন। অনন্তর ৩ রা বৈশাখ প্রাতে সকলকে শোকাকুল করিয়া ৪০ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ পরলোক যাত্রা করিলেন।

বনমালা গলে দোলে আজানু লম্বিত।
কটি তটে পীতধটী বিজুলি বেষ্টিত॥
চরণে মঞ্জীর ভাষে মুখে বাজে বাঁশী।
প্রেমে বাঁকা নয়ন অধরে মৃদু হাসি॥
চারি পাশে রাস-রসে মত্ত গোপাঙ্গনা।
অনঙ্গ-প্রমত্ত-অঙ্গ অঞ্জন-নয়না॥
মৃদঙ্গ মুরলী বিনা মুরজ মিলিত।
করতালি কঙ্কণ বলয় ঝঙ্কারিত॥

এই দিন অপরাহ্ণ দুই তিনটার সময়, আকস্মিক ঘন-ঘটায় দিগন্ত নৈশতালিপ্ত ও বিদ্যুদ্বজ্রময় অজস্র বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে আত্মীয়গণ, কবির প্রাগ্বর্ণিত পুনর্জ্জীবন বৃত্তান্ত পূর্ণ-অর্থে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে সে বিষয় পরীক্ষিত হওয়ার উপায় ছিল না।

সুরেন্দ্রনাথ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়া তাঁহার ছাত্র ও সহবাসিগণের বিশ্বাস। ইহাঁরা সকলেই কৃতবিদ্য, বিশ্বস্ত ও ভদ্র;—পরস্পর কোন নৈকট্যও নাই, অথচ সমতান ও মুক্তকণ্ঠে বলেন,—'সুরেন্দ্রনাথের ইঙ্গরাজী-অভিজ্ঞতার ইয়ত্তা নাই, এবং তাঁহার অধ্যাপনা অব্যর্থ ফল দান করিত। পক্ষান্তরে তাঁহার জাতীয়-পবিত্রতা বদ্ধমূল ও রুচি আর্য্য-বিশুদ্ধি-রঞ্জিত ছিল। তিনি ইয়ুরোপীয় জ্ঞানের অমিশ্রণে বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মের সেবা করিতেন। সিদ্ধি, সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া, তাঁহার সাধনার সম্মুখীন হইত;—বাক্য ও কার্য্য এক যোগে নীতি উপদেশ প্রদান করিত।'

এই স্থলে আমাদেরও বলা উচিত, বিদ্যালয়-লব্ধ সামান্য শিক্ষা, ঈদৃশ অভিজ্ঞতার প্রসূতি নহে। যেহেতু অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা কাল বিরলে পাঠাবিষ্ট থাকা, তাঁহার চির জীবনের নিত্য-ব্রত ও চিত্ত-সম্পদের মূলীভূত ছিল।

প্রচুর অর্থ-বল ভিন্ন পরোপকারাদি-সৎকর্ম্ম-জন্য-সুখ-সঞ্চয় হয় না কে বলে! আলোচ্য কবির প্রত্যেক কার্য্য এ কথার যাথার্থ্য খণ্ডন করিত। তিনি কেবল অর্থ বিতরণ করিয়াই বদান্যতার পরিচয় দেন নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যথাসাধ্য দীনের দুঃখ মোচন করিতেন। তিনি সৎপরামর্শ দ্বারা বন্ধুবর্গের কুশল বর্দ্ধন করিতেন, বিদ্যা ও জ্ঞানদান করিয়াও অনেকের আন্তরিক দৈন্য অপনীত করিয়াছিলেন। কেহ

পীড়িত হইলে প্রবীণ চিকিৎসকের ন্যায় অভিজ্ঞতা ও অভিভাবকবৎ অনুষ্ঠান ছিল। তাঁহার এই সকল কার্য্য, প্রকৃতির উত্তেজনায় সম্পাদিত হইত;--লৌকিক রক্ষার্থে আয়াস-সিদ্ধ শিষ্টাচার নহে, সুতরাং অর্থবল বড় আবশ্যক হইত না।

কবির মতে মাধ্যমিক সম্প্রদায় সমাজ ধারণ করেন;—ধনী, দীন, ইহাদের অবস্থান্তর (উন্নতি, অবনতি) মাত্র। ইহাতে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টি লক্ষিত হইতেছে, অন্যের প্রতি কটাক্ষপাত নাই। কবি এক সময় বলিতেন "ইহ-জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি স্ত্রীজাতির অধিক দৃষ্টি ও তাহার তুষ্টি অর্থাধীন। অতএব স্থায়ী সম্পত্তির অভাবে যে ব্যক্তি বিবাহ করে, তাহার সাহস অতি নিন্দনীয়।" যাহা হউক, ইহা পরম সৌভাগ্য যে, এই সম্ভাবিত আশঙ্কা তাঁহার পক্ষে সত্যে পরিণত হইতে পায় নাই;—যাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্থলে পার্শ্বে "মহিলা" দণ্ডায়-মান হইল। সুরেন্দ্র নিঃসন্তান;—তিনি শিশুগণের সহবাসে অতীব আনন্দিত হইতেন।

মহামনা উচ্চ-নীতিকেরা সম-কালবর্ত্তিগণের নিকট বঞ্চ-বঞ্চিত। অতএব কবি ফল-প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াও যে স্বকার্য্যে চির তৎপর ছিলেন, ইহাতে তাঁহার ত্যাগশীলতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অব্যক্ত নাই। আমরা তাঁহার বরণীয় গুণে শ্রদ্ধা নিবদ্ধ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপ-সংহার—করিলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার।